CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৭ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 6 September 2021 ■ আগরতলা ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২১ ইং ■ ২০ ভাদ্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রবিবার উত্তরপ্রদেশের মুজফনগরে কৃষক মহাপঞ্চায়েত অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ভয়ংকর আন্দোলনের হুশিয়ারী অন্নদাতাদের, ভারত বন্ধ ২৭শে

লখনউ, ৫ সেপ্টেম্বর।। উত্তরপ্রদেশের মুজফনগরে কৃষক মহাপঞ্চায়েত থেকে ফের জোরদার আন্দোলনের ডাক দিলেন ভারতীয় কিসান ইউনিয়ন নেতা রাকেশ টিকায়েত। রবিবারই মহাপঞ্চায়েত থেকে আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর ভারত বন্ধের ডাক দেন তিনি। পাশাপাশি বলেন, "যত দিন নতুন কৃষি আইন বাতিল করা না হবে, তত দিন দিল্লি সীমানা ছেড়ে যাব না। লাগাতার চলবে আন্দোলন।" কৃষি আইনের বিরোধিতা করে আয়োজিত মহাপঞ্চায়েতে অংশ নিয়েছে আন্দোলনে থাকা বিভিন্ন সংগঠন।

কৃষকদের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে, সংগঠনের সংখ্যা প্রায় ৩০০। দক্ষিণের রাজ্যগুলির বিভিন্ন সংগঠনও এতে অংশ নিয়েছে। রবিবারের জমায়েত থেকে টিকায়েত বলেন, "আমরা শপথ নিচ্ছি, দিল্লি সীমানার প্রতিবাদস্থল আমরা ছাড়ব না। যদি সেখানে আমাদের শেষকৃত্য হয়, হোক। আমরা দরকার হলে ওখানেই জীবন শেষ করব। যতদিন না জয় পাচ্ছি, আন্দোলনের ময়দান আমরা ছাড়ব না।" আন্দোলনের পাশাপাশি আলোচনার রাস্তাও খুলে রাখতে চাইছেন প্রতিবাদী কৃষকরা।

রাকেশ বলেছেন, "ভারত সরকার যদি আমাদের আলোচনার জন্য ডাকে, আমরা যেতে রাজি। তবে পাশাপাশি চলবে কৃষকদের আন্দোলনও। যত ক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের দাবি মেনে নেওয়া হচ্ছে, তত ক্ষণ আমরা এই আন্দোলন চালিয়ে যাব। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ৯০ বছর ধরে চলেছে। তাই আমি জানি না, আর কত দিন ধরে আমাদের এই আন্দোলন চলবে।" রাকেশ রবিবার জানিয়েছেন, সারা দেশেই এমন মহাপঞ্চায়েত আয়োজন করবে কৃষক সংগঠনগুলির যৌথ মঞ্চ। পাশাপাশি তাঁর বক্তব্যে উঠে এসেছে বেসরকারিকরণের প্রসঙ্গ। বলেছেন, "দেশকে বিক্রি করে দিতে চাইছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আমরা তাঁর নাম নিয়ে এ বার থেকে প্রচার করব। সাধারণ মানুষকে বুঝিয়ে বলতে চাইব, কী ভাবে দেশের সম্পদ বিক্রি করে দিতে চাইছেন মোদী।"

যে সমস্ত রাজ্যে ভোট রয়েছে সেখানে বিজেপির বিরুদ্ধে প্রচার করবেন আন্দোলনকারীরা

আগামী দিনে আরও জোরদার লড়াইয়ের বার্তা দিয়ে উত্তরপ্রদেশে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি-র বিরুদ্ধে প্রচারের ঘোষণা করলেন কৃষকরা। রবিবার মুজফরনগরে বৈঠকে তেমনটাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বহু কৃষক সংগঠন। বৈঠক শেষে কৃষকদের মুখপাত্র বলেন, "কেন্দ্র বলছে কয়েক জন কৃষক প্রতিবাদ করছেন। ওদের দেখাতে চাই আসলে কত কৃষক রয়েছেন। আমরা এমন আওয়াজ তুলব যে সেটা সংসদে বসে শোনা যাবে।"

এদিন মুজফফরনগরের জিআইসি ময়দানে জমায়েত করেছিলেন কৃষকরা। সেখানে উত্তরপ্রদেশের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

লংতরাইয়ে ঝর্ণা দেখতে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর।। দিল্লীর বাসিন্দা বিকাশ কুমার ত্যাগী। শিক্ষিত যুবক। সিএ হিসেবে আগরতলায় টিএনজিসিএল এ কর্মরত। রবিবার ছুটির দিন। চার বন্ধু মিলে আগরতলা থেকে কমলপুর হয়ে লংতরাই পাহারের পাদদেশে সানহাই ঝর্ণা দেখতে গিয়েছিলেন। মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ওই ঝর্ণা সকলকে আকৃষ্ট করে। প্রায় প্রতিদিনই কিছু লোক রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ওই ঝর্ণার মনোরম দৃশ্য দেখতে যান।

বিকাশ কুমার ত্যাগী সহ চার বন্ধু রবিবার সেখানে যায়। কিন্তু, বিকাশ আর জীবিত ফিরতে পারলেন না। এক লহমায় তাঁর জীবন দীপ নিভে গেল। শুধু একটু অসতর্কতাই তার জীবনের কাল হয়ে দাঁড়াল। প্রায় একশ কুড়ি ফুট নীচে পড়ে যায় বিকাশ।

চারবন্ধুর মধ্যে অন্যরা জানিয়েছেন, তারা বিকাল চারটা নাগাদ সেখানে পৌঁছে। সবাই যে যার মতো করে সেলফি তুলছিল মোবাইলে। ছবি তুলার সময় হঠাৎই বিকাশ ঝর্ণার উৎসের খুব কাছে চলে যায়। যেটি খুবই বিপজ্জনত বলে চিহ্নিত। সেখান থেকে আচমকা অসাবধানতাবশত বিকাশ ঝর্ণার উপর থেকে নীচে পড়ে জলে তলিয়ে যায়।

অন্য বন্ধুরা চিৎকার চেচামেচি করতে থাকে। এলাকাটি জনশূণ্য। কিছুটা দূরে ছোট একটি জনবসতি রয়েছে। বন্ধুরা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বনকর্মীর এলোপাথাড়ি গুলিতে গভীর রাতে গন্ডাছড়ায় ব্যাপক আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর।। শনিবার রাত প্রায় ১টানাগাদ হঠাৎ করে ঘুমের মধ্যে ভেসে আসলো বন্দুকের গুলির শব্দ। পাশে ঘনবসতি ব্লক টিলা পাড়ার সমস্ত লোক জেগে উঠে ছোটাছুটি করতে লাগল। এলাকাবাসী আত্মরক্ষার জন্য যার যেমন ছোটাছুটি করতে লাগলেন। কিছুই বুঝতে পারছেন না।মনে হল যেন বন্দুকের গুলির শব্দ। শব্দ পেয়েছেন করারছড়া থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীরাও। রাতে কর্তব্যরত থানার পুলিশ এবং টিএসআর ক্যাম্পে গুলির আওয়াজে রীতিমতো আঁতকে উঠেন। গন্ডাছড়া বাজারে রয়েছে বাজার রক্ষক পাহারাদার।

টিএসআরএবং পুলিশ বাহিনী। হাসপাতালের সামনে রয়েছে প্রহরারত পুলিশ। আতঙ্কে সবাই গন্ডাছড়া থানা সংলগ্ন গ্রামীণ ব্যাংকের সামনে আসেন। তাদের মনে হয়েছিল যে গ্রামীণ ব্যাংকের ছাদের উপর থেকে কে বা কারা বন্দুকের গুলি করেছে। কিন্তু কেউই কিছু বুঝে উঠতে পারলেন না কোথায় থেকে এসেছে শব্দ। এমনই গুঞ্জন শুরু শুরু হয় কর্তব্যরত পুলিশের মনে। প্রথমে তাদের ধারণা ছিল যে দুষ্কৃতকারীরা গ্রামীণ ব্যাংক লুটপাট করছে।

রাত তখন প্রায় একটা। সকালে খবর নিয়ে দেখা যায় গন্ডাছড়া বনদপ্তর থেকে থ্রি নট থ্রি বন্দুক থেকে গুলি করা হয়। বন দপ্তরের কর্মরত পেট্রোল ফরেস্ট স্বপন দেববর্মা রাত একটায় বন্দুক নিয়ে গুলি করে বলে শেষ পর্যন্ত নিশ্চিত করা হয়। উদ্দেশ্য কি ছিল কারো জানা ছিল না। দেখা যায় যে এই সময় গন্ডাছড়া বনদপ্তর এর রেঞ্জার রঞ্জন দেবনাথ শব্দ পেয়ে ঘুম থেকে উঠে স্বপন দেববর্মার হাত যে বন্দুক দিয়ে গুলি করেছিল তা কেড়ে নেন।

টিএসআর ক্যাম্প থেকে ২৫ মিটার দূরত্বে এই ঘটনা। থানায় কিছু জানাননি বনদপ্তর রেঞ্জার নিরঞ্জন দেবনাথ। রবিবার গন্ডাছড়া এস ডিএফও সিদ্ধার্থ দেববর্মা সরকারি কাজে আমবাসা গিয়েছিলেন। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ক্রমে আসল রহস্য উদঘাটনের জন্য জোরালো দাবি উঠেছে।

শিক্ষক দিবসকে কালো দিবস হিসেবে পালন চাকুরীচ্যুত শিক্ষকদের একাংশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর।। ৬০ তম জাতীয় শিক্ষক দিবসে শহরে বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করে পুনরায় শিক্ষকতার চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানালো চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকারা। চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দাবি উচ্চ আদালত এবং শীর্ষ আদালতের রায়ের ভুল ব্যাখ্যা করে সরকার চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দীর্ঘ ১৭ মাস ধরে চাকরিচ্যুত করে রেখেছে। অভাব-অনটনে শিকার চাকরিচ্যুত শিক্ষক শিক্ষিকারা।

তাই শিক্ষক দিবস"কে সামনে রেখে বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত করে শহরে চাকরি ফিরে পাওয়ার দাবি জানালো চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকারা। এদিন মিছিল শুরু হয় রাজধানীর সিটি সেন্টারের সম্মুখ থেকে। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে সরকারের কাছে দাবি তুলেছে শিক্ষকতার চাকরি ফিরে পাওয়া। নয়তো এ আন্দোলন আগামী দিনে আরও বড় আকার ধারণ করতে পারে সরকারের উদ্দেশ্যে হুঁশিয়ারি দেন আন্দোলনরত চাকুরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকারা। তাদের অভিমত রাস্তায় নেমে আন্দোলন ছাড়া চাকরি ফিরে পাওয়ার আর কোনো পথ নেই চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে। এদিন সিটি সেন্টার থেকে চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকারা মুখে কালো ফিতে বেঁধে সারা শহর পরিক্রমা করে। এবং শিক্ষক দিবসকে কালো দিবস হিসেবে উদযাপিত করে চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

পুলিশ ও এলাকাবাসীর চিরুনী তল্লাসী নিস্ফলা, তান্ত্রিকের জারিজুরিতে রহস্যজনকভাবে বাড়িতে ফিরল নিখোঁজ যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর।। কল্যাণপুরের প্রত্যন্ত গ্রামে নিখোঁজ হওয়া উপজাতি যুবক অবশেষে অক্ষত অবস্থায়ই বাড়ি ফিরে এলো। স্বাভাবিকভাবেই ঘটনায় এলাকাজুড়ে স্বস্তিরভাব পরিলক্ষিত হয়।

খবরে প্রকাশ শুক্রবার বিকেলে বাড়ি লাগোয়া জঙ্গলে গরু আনতে গিয়েই নিখোঁজ হয় মেবার দেববর্মা (২৪) পিতা- সাবেন্দ্র দেববর্মা বাড়ি- কল্যাণপুর থানা এলাকার আখড়াবাড়ী এডিসি ভিলেজের কালীকৃষ্ণ পাড়ায়। ঘটনার পর থেকেই এলাকাবাসীরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও নিখোঁজ হয়ে যাওয়া মেবারের কোনো সন্ধান পায়নি। শেষ পর্যন্ত কল্যাণপুর থানার পুলিশকে ঘটনাটি সবিস্তারে জানিয়ে নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়। এরই মধ্যে পরিবারের তরফে তান্ত্রিকের দ্বারস্থ হয়ে পূজা-পার্বণ করা হয়। তাদের বক্তব্য তান্ত্রিক নিখোঁজ যুবক ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই বাড়ি ফিরে আসার দাওয়াই দেয়।

টানা দু'দিন পুলিশ এলাকাবাসী যৌথভাবে চিরুনি তল্লাশিতে নিখোঁজ যুবকের কোন হদিস না পেলেও শেষ পর্যন্ত তান্ত্রিকের দাওয়াই মতোই গভীর রাতে অক্ষত অবস্থায় বাড়ি ফিরে আসে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হওয়া যুবক মেবার । উল্লেখ্য গত শুক্রবার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুলিশ হেডকোয়র্টার ঘেরাও, পথ অবরোধ যুব কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর।। শনিবার সোনামুড়াতে কর্মসূচি করতে গেলে প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সভাপতি পূজন বিশ্বাসের উপর আক্রমণের প্রচেষ্টা হয়। এদিন দুইবার দুস্কৃতিকারীরা ছুরি নিয়ে আক্রমণের প্রচেষ্টা করেছে। কিন্তু ঘটনা চব্বিশ ঘন্টা অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও পুলিশ এখন পর্যন্ত দুষ্কৃতিকারিদের গ্রেপ্তার করেনি। এমনটাই অভিযোগ তুলে রবিবার সন্ধ্যায় রাজ্য পুলিশের সদর কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ দেখায় যুব কংগ্রেস।

পরবর্তী সময় একটি প্রতিনিধিদল রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশকের উদ্দেশ্যে ডেপুটেশন প্রদান করে। ডেপুটেশনের পর যুব কংগ্রেসের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মানসিক ভারসাম্যহীন যুবতী ফাঁসীতে আত্মঘাতী সুইসাইড নোটের সূত্র ধরে গ্রেপ্তার তৃণমূল নেত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর।। ইন্দ্রনগরে এক যুবতীর ফাঁসিতে আত্মহত্যার ঘটনায় প্রাক্তন পুর কাউন্সিলার তথা বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী পান্না দেবকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। রবিবার তাকে আদালতে তোলা হলে তিনদিনের পুলিশ রিমান্ডের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

এদিকে, পান্না দেবকে গ্রেপ্তারের ঘটনায় বিভিন্ন মহলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক মহলেও দেখা দিয়েছে উত্তেজনা। মৃত যুবতী রাজশ্রী দেব মানসিক রোগী ছিলেন। এক দশকেরও বেশী সময় ধরে ওই যুবতী বিভিন্ন ডাক্তারের তত্বাবধানে মানসিক রোগের চিকিৎসাধীন ছিল। একজন মানসিক রোগীর চিকিৎসা করানোর ক্ষেত্রে এলাকার লোকজনের সহযোগিতা নিয়েছিলেন মৃতার মা বাবা সহ পরিবারের লোকজন। এদিকে, জানা গিয়েছে মৃত যুবতী পান্না দেবের নিকটাত্মীয় ছিল। সেই সুবাদে তাদের বাড়িতে যাওয়া আসা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজপথে রক্তাক্ত অবস্থায় যুবক উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর।। সন্ধ্যারাতে রাজধানী আগরতলা শহরের উজ্জয়ন্ত প্যালেসের সামনে রাস্তায় দুই যুবকের মধ্যে কোন বিষয় নিয়ে বিবাদের জেরে পরস্পরের শরীরে ব্লেড চালিয়ে দিয়েছে। ব্লেডের আঘাতে দুই যুবকই রক্তাক্ত হয়েছে। যদিও এক যুবক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গেছে। অপর যুবক রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে। পরে পুলিশ গিয়ে অচৈতন্য অবস্থায় এক যুবককে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ৫ জনকে বিভিন্ন সম্মানে ভূষিত করা হল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর।। আদর্শ শিক্ষকরাই আদর্শ ছাত্র তৈরীর মাধ্যমে সমৃদ্ধ ও উন্নত সমাজ গঠনে অগ্রনী ভূমিকা নিয়ে থাকেন। শিক্ষকদের সঠিক মার্গ দর্শনেই ছাত্রছাত্রীদের স্বনির্ভর ভবিষ্যৎ নির্মিত হয়। ছাত্রছাত্রীদের সুনিশ্চিত ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের লক্ষ্যে শিক্ষার ভিতকে আরও মজবুত করতে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে সরকার। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত ৬০তম শিক্ষক দিবসের মূল অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

রাজ্যভিত্তিক শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব সহ অন্যান্যরা।

অনুষ্ঠানের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ ডা. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের প্রতিক'তিতে পুপার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ৫ জনকে বিভিন্ন সম্মানে ভূষিত করা হয়। বাহারুল ইসলাম মজমদার ও পিযুষ কান্তি সরকারকে পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্মানে সম্মানিত করা হয়। মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য সম্মানে ভূষিত করা হয় ডা. জয়ন্ত রায়কে। মহারানী তুলসীবতী সম্মান প্রদান করা হয় মহারাজা বীরবীক্রম কলেজের অধ্যাপিকা দীপান্বিতা চক্রবর্তী (রায়চৌধুরী) কে। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী মরণোত্তর সম্মান প্রদান করা হয় অমল রঞ্জন গুপ্তকে। তার পক্ষে এই সম্মান গ্রহণ করেন পুত্র বাসব গুপ্ত। এছাড়াও ৩৯ জন শিক্ষক শিক্ষিকা, ৯টি বিদ্যালয় এবং ২টি মহাবিদ্যালয়কে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য এদিন সম্মানিত করা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মহান দার্শনিক ডা. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও নির্দেশিত পথকে অনুসরন করতে পারলে স্বার্থকতা আসবে। সবকা সাথ সবকা বিকাশের পাশাপাশি প্রয়োজন সবকা সাথ সবকা প্রয়াস। সবার সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে সার্বিক বিকাশ সম্ভব। প্রসঙ্গক্রমে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সূর্যকিরণ সৃষ্টির প্রতীক। চাঁদের তুলনায় সূর্যের প্রকাশ অনেক বেশি। চাঁদ ও সূর্যের প্রকাশের তুলনা টানলে সূর্যের গুরুত্ব সহজেই অনুমান করা সম্ভব। 'সূর্যদেব' নামের মধ্যে অভিভাবকত্ব নিহিত রয়েছে। সূর্য মানে পজিটিভিটি। ঠিক তেমনি ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নির্দেশিত বিকাশের ধারায় কাজ করছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বিগত দিনে রাজ্যে একটি নেতিবাচক মানসিকতার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। বর্তমানে আর কেন্দ্রীয় ব'নার কথা না বলে ইতিবাচক দৃষ্টিকোন থেকে সবার সার্বিক বিকাশে কাজ করছে রাজ্য সরকার। সমস্ত প্রতিশ্রুতি পূরণের লক্ষ্যে কাজ করার পাশাপাশি উন্নয়নের নিরিখে এর বাইরেও দলমতের ঊর্ধ্বে উঠে অনেক কাজ হচ্ছে রাজ্যে। দলীয় কার্যালয়ের নয়, মহাকরণ থেকে মানুষের কল্যাণে নীতি নির্ধারণ করে কাজ করছে রাজ্য ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ৩১৭ ▫ ৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ ইং ▫ ২০ ভাদ্র ▫ সোমবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

কৃষক আন্দোলন কোন পথে

তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য কৃষি আন্দোলন আরও তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে। দীর্ঘ প্রায় নয় মাস ধরিয়া কৃষক আন্দোলন অব্যাহত থাকলেও কেন্দ্রীয় সরকার কৃষক আন্দোলন প্রত্যাহার প্রয়োজনীয় কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করিতেছে না বলিয়া বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ উঠিয়াছে। রবিবার নেতারা এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হইয়া কৃষক আন্দোলন আরো জোরদার করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্তে অবিচল থাকিলে কৃষকরা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হইতে বাধ্য হইবেন বলে স্পষ্ট বার্তা দিয়াছেন। কৃষক আন্দোলন আরো জোরদার করিবার ঘোষণায় সরকারপক্ষ রীতিমতো প্রশ্নচিহ্নের সম্মুখীন হইয়াছে। কৃষক আন্দোলনে যেসব রাজনৈতিক দল মদত জিতেছে তাহারা নাছোড়বান্দা। আন্দোলনকে আরও তেজি করিয়া তুলিবার জন্য তাদের প্রয়াস অব্যাহত রহিয়াছে।উত্তরপ্রদেশের মুজফনগরে কৃষক মহাপঞ্চায়েত থেকে ফের জোরদার আন্দোলনের ডাক দিয়াছেন ভারতীয় কিষান ইউনিয়ন নেতা রাকেশ টিকায়েত। রবিবারই মহাপঞ্চায়েত থেকে আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর ভারত বন্ধের ডাক দেন তিনি। পাশাপাশি বলেন, “যত দিন নতুন কৃষি আইন বাতিল করা না হবে, তত দিন দিল্লি সীমানা ছাড়িয়া যাইবে না কৃষকরা। লাগাতার চলিবে কৃষক আন্দোলন।কৃষি আইনের বিরোধিতা করিয়া আয়োজিত মহাপঞ্চায়েতে অংশ নিয়াছে আন্দোলনে থাকা বিভিন্ন সংগঠন। কৃষকদের তরফ থেকে দাবি করা হইয়াছে, সংগঠনের সংখ্যা প্রায় ৩০০। দক্ষিণের রাজ্যগুলির বিভিন্ন সংগঠনও এতে অংশ নিয়াছে। রবিবারের জমায়েত থেকে টিকায়েত বলিয়াছেন, “আমরা শপথ নিতেছি, দিল্লি সীমানার প্রতিবাদস্থল আমরা ছাড়িব না। যদি সেখানে আমাদের শেষকৃত্য হয়, হোক। আমরা দরকার হইলে ওখানেই জীবন শেষ করিব। যতদিন না জয় পাইতেছি ততদিন আমরা, আন্দোলনের ময়দান ছাড়িব না।

কৃষি আইন বাতিল ও কৃষকদের স্বার্থ সুরক্ষিত করিবার দাবিতে কৃষকদের আন্দোলন নয় মাস অতিক্রান্ত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার যতদিন পর্যন্ত কৃষকদের দাবি মানিয়া না নিবেন ততদিন পর্যন্ত তাহারা আন্দোলন চালাইয়া যাইতে বদ্ধপরিকর বলিয়া স্পষ্ট ভাবে জানাইয়া দিয়াছেন আন্দোলনকারীরা। ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু হইয়া গিয়াছে আন্দোলনের যবতীয় প্রস্তুতি। কেন্দ্রীয় সরকার এবং আন্দোলনকারী উভয়পক্ষই স্পর্শ কাতর ইস্যুতে নিজ নিজ অবস্থানে অনড় রহিয়াছেন। ফলে সমস্যা সমাধান হইবার কোন লক্ষণ পরিলক্ষিত হইতেছে না। কৃষক আন্দোলনের ফলে দেশের কৃষি ব্যবস্থা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। উৎপাদন ব্যাহত হইলে দেশের জনগণের খাদ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া সরকারকে আলোচনার পথ বাছিয়া নেওয়াই শ্রেয়। কৃষক আন্দোলন যেকোনো সময় যে কোন রূপ ধারণ করিতে পারে। এই বিষয়ে সরকার পক্ষকেও আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের পথ উন্মুক্ত করা জরুরি। কেননা ভারত বর্ষ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষির উপর নির্ভর করিয়াই দেশের সার্বিক উন্নয়ন বহুলাংশে নির্ভরশীল। সেই কারণে দেশের কৃষি ব্যবস্থাকে উন্নয়নের অন্যতম মূল চাবিকাঠি বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে। সার্বিক পরিসংখ্যানে দেখা গিয়াছে খাদ্য ও কৃষিপণ্য উৎপাদনে ভারতের স্থান দ্বিতীয়। ভারতের খাদ্য ও কৃষিপণ্যের রপ্তানি আগামী বছর ৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়াইতে পারে, যাহা ২০২০ সালের থেকে ৪৩ শতাংশ বেশি। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে, গ্রাম-মফস্বল এবং শহর-নগর সর্বত্র মানুষের মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির সৌজন্যে খাদ্যসহ কৃষিপণ্যের চাহিদা দ্রুত বাড়িতেছে। কৃষির অগ্রগতির এটাই নেপথ্য শক্তি। সাধারণভাবে ভারতের ৫৮ শতাংশ মানুষের জীবিকা কৃষিনির্ভর। করোনা পরিস্থিতিতে শিল্প-বাণিজ্য-পরিষেবার অধিকাংশ ক্ষেত্র যখন মুখ থুবড়ে পড়িয়াছে তখন কৃষিই জুগাইয়া গিয়াছে নিরন্তর ভরসা। গত দেড় বছরে কৃষিউৎপাদন যেমন স্বাভাবিক ছিল, তেমনি কর্মসংস্থানেও বিরাট কৃতিত্ব দেখাইয়াছে ক্ষেত্রটি। শিল্পক্ষেত্রে কাজ হারানো বহু শ্রমিকের সাময়িক রুটিরুজির ব্যবস্থা করিয়াছে কৃষি। সব মিলাইয়া ভারতের কৃষির তুলনা সে নিজেই।

এই হিসেবে কৃষির বাড়তি কদর প্রাপ্য। দেশের চলমান আন্দোলন ও অন্যান্য সমস্যা সমাধানে আলোচনার পথ আরো প্রশস্ত করা জরুরি। অন্যথায় একদিকে যেমন কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হইবে, অন্যদিকে কৃষক আন্দোলনের চাপে পরিয়া সরকারকে আরো জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে।

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বিরুদ্ধে এসএফআই-ডিওয়াইএফআই-এর মিছিলে হামলার অভিযোগ

বারুইপুর, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স) : রবিবাসরীয় ছুটির বেলায় রাজনৈতিক হিংসায় উত্তপ্ত সোনারপুরের রাজপুর এলাকা। অভিযোগ সোনারপুর দক্ষিণের তৃণমূল বিধায়ক লাভলী মৈত্রর সামনেই এসএফআই-ডিওয়াইএফআই-এর মিছিলে হামলার অভিযোগ উঠল তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বিরুদ্ধে। অশান্তি ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল রাজপুরে। দু’পক্ষের সংঘর্ষে এসএফআইয়ের বেশ কয়েকজন মহিলা সমর্থকও জখম হয়েছেন বলে খবর। ছাত্র পরিষদের কর্মীরাও আক্রান্ত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পরে সোনারপুর থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

আজ শিক্ষক দিবস। করোনা আতঙ্ক কাটিয়ে ফের স্কুল, কলেজ খোলার দাবি তোলার জন্য আজকের দিনটিকেই বেছে নিয়েছিল বাম ছাত্র ও যুব সংগঠন এসএফআই ও ডিওয়াইএফআই। এছাড়া সম্প্রতি বিশ্বভারতীবিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থার বিরুদ্ধেও তাঁরা সোচ্চার হন। এসব নিয়ে রবিবার তাদের মিছিল ছিল সোনারপুর স্টেশন থেকে হরিনাভি মোড় পর্যন্ত। রাজপুর রবীন্দ্রভবনের সামনে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যরা মিছিলে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। এতে দু’পক্ষের মধ্যে ঝামেলা বেঁধে যায়। অভিযোগ, বিধায়ক লাভলী মৈত্রর সামনেই এই অশান্তি শুরু হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে সোনারপুর থানার পুলিশ। এসএফআই ও ডিওয়াইএফআই-এর এই মিছিলের অনুমতি ছিল না বলে জানায় পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বাম ছাত্র-যুবদের অভিযোগ, বিধায়কের সামনেই বাম ছাত্র-যুব সংগঠনের সদস্যদের উপর হামলা চালায় তৃণমূল কর্মীরা। হামলার অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূল বিধায়কের পালটা দাবি, তাঁদের কর্মী-সমর্থকরাই আক্রান্ত হন। এ নিয়ে সোনারপুর দক্ষিণের বিধায়ক লাভলী মৈত্র জানিয়েছেন, ”ঝামেলা একটা হয়েছিল। আমরা সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছি। পুলিশ এসে পরে গন্ডগোল মিটিয়ে ফেলে। এ ধরনের ঘটনা ঘটলেই প্রশাসনের দ্বারস্থ হতে হবে। যদি কেউ অন্যায় করে থাকেন, তাহলে তারা শাস্তি পাবেই।”

ফের শহরে ভাঙলো বাড়ি

কলকাতা,৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.): ফের খাস কলকাতায় ভাঙলো বাড়ি। রবিবার ভোর রাতে বড়বাজারে ভেঙে পড়ল বাড়ি। বাড়ি ভেঙে আহত এক।গত মাসে একটানা বৃষ্টির জেরে শহর জুড়ে ভেঙে পড়েছিল বহু বাড়ি। চলতি মাসেও একই ঘটনা। জানা গিয়েছে, রবিবার
ভোর রাতে বড়বাজারের বাবুলাল লেনে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে এক বিপজ্জনক বাড়ির একাংশ। বাড়ি ভেঙে পড়ার শব্দ পেয়ে স্থানীয়রা এসে দেখে ধ্বংসস্তূপের ভিতর আটকে পড়েন পাশের বাড়ির এক বৃদ্ধা। ওই বৃদ্ধার আর্তনাদ শুনেই তাকে বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়েন স্থানীয়রা। এরপর ১ ঘণ্টার চেষ্টায় বৃদ্ধাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। যদিও রাস্তার উপর বাড়ি ভেঙে পড়ায় সমস্যায় স্থানীয়রা।

ভূগর্ভস্থ পানীয় জল সংরক্ষণে সচেষ্ট না হলে আগামীদিন ভয়ঙ্কর

প্রভুদান হালদার

সম্প্রতি খবর ‘ওয়াটার এইড’ নামে আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এক সমীক্ষায় দাবি করেছে, ভবিষ্যতে বিশ্বের প্রায় ৭০ কোটি মানুষ জলের অভাবে গৃহহীন হয়ে যাবে। ২০৩০ পালের মধ্যেই এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে। কিছু এলাকায় এক বিন্দুও জল খুঁজে পাওয়া যাবে না। ২০৫০ সালের মধ্যে প্রায় পাঁচ বিলিয়ন মানুষের বসতিতে জল কমে আসবে। এখনই বেশ কিছু উন্নয়নশীল দেশ আছে যেখানে প্রতি দু’জনের মধ্যে একজনের জন্য পর্যাপ্ত পানীয় জল সরবরাহ করা যায় না। প্রাচীনকালে মানুষ জলের অভাবে যাযাবর জীবন যাপন করত। দিল্লির পাশে এমন ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে, যেখানে জলের অভাবের জন্য বসবাস অযোগ্য হয়ে ওঠে।

হিঙ্গলগঞ্জ থানার পঞ্চ পল্লী এলাকায় পানীয় জলের দাবিতে রাস্তা অবরোধ হল গত ২৩ মার্চ। এবার সারা রাজ্যে ভোটের মূল ইস্যু হিসাবে ‘পানীয় জল’ একদম প্রথমেই। কোনো কোনো জায়গায় পানীয় জলের দাবিতে ভোট বয়কট চলছে। এই ভোটে প্রায় রাজ্যর সর্বত্রই শুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের প্রতিশ্রুতি বা নিশ্চয়তা মানুষ দাবি করছে।

১৯৯৩ থেকে প্রতি বছর ২২ মার্চ বিশ্বে ‘ওয়ার্ল্ড ওয়াটার ডে’ পালিত হচ্ছে। এ বছরে এই বোটের সময় ‘বিশ্ব জল দিবস’ -এ পানীয় জল সংগ্রহকে কেন্দ্র করে মহামারি হলসুন্দরবনের গোসাবার এক গ্রাম পঞ্চায়েতে। পুরুলিয়া, বাঁকুড়াসহ রাজ্যের অন্যান্য জায়গায় পানীয় জলের প্রচণ্ড সংকট থাকলেও, সুন্দরবন অঞ্চলে পানীয় জলের সমস্যা এতদিন তেমন ছিল না। কিন্তু বর্তমানে এই নোনাজলপূর্ণ সুন্দরবনাঞ্চলেও পানীয় জলের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এখনই আগামী দিনের কথা ভেবে, আমরা ভীত, সন্ত্রস্ত ও আতঙ্কিত। ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে ‘ডেনিস টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি’র প্রফেসর ড. হেনড্রিক ব্রয়নহয়। তিনি এখ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ‘ডেনিস অ্যাসোসিয়েশন ফর সাসটেইনেবল ডেভলপমেন্ট’ বা ‘উবু’ গঠন করেছেন। যে সংস্থায় যুক্ত আছে এই টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটির কিছু ছাত্রছাত্রীও। ড. হেনড্রিক গত কয়েক বছর ধরে সুন্দরবনের বাসন্তীর স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ‘জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র’-এর সহযোগিতায়, যৌথ উদ্যোগে, ‘সাসটেইনেবল ওয়াটার রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট’ নামে একটা প্রজক্টে গত তিন চার বছর ধরে চালাচ্ছেন। মূল উদ্দেশ্য, ভূনিম্নস্থ জলের পরিমিত ব্যবহার। এই প্রজেক্ট চালাতে গিয়ে পানীয় জল সম্পর্কিত যেসব

তথ্য আমাদের হাতে এসেছে, তা আগামী দিনের জন্য ভয়ঙ্কর। পাঠকের জন্য ওই গবেষণামূলক তথ্য কিছুটা তুলে ধারার চেষ্টা করছি। সুন্দরবন বিখ্যাত কারণ এখানেই আছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল। চারদিকে শুধু নোনো জলআর নোনো জল। সুন্দরবনের মানুষের জীবনজীবিকা জুড়ে রয়েছে এই জল, জঙ্গল ও জমি। এইসব নদীর জল লবণাক্ত যা পানীয় যোগ্য নয়। পানীয় জলের জন্য মাটির তলায় জলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। আর নির্ভর করা যেতে পারে খাল, বিল, পুকুরের ওপর, যেখানে বৃষ্টির জল যদি বিজ্ঞানভিত্তিক উপায়ে ধরে রাখা যায়। এই খাল, বিল, পুকুরের জল যাকে আমার ‘সারফেস ওয়াটার’ বলি, তা শুখা মরশুমে চাষের কাজে ব্যবহার করতে পারি। কিছু কিছু মানুষের লোবের ফলে ‘বিকাশের’ নামে এই ভূপৃষ্ঠের জলের আধারের সংখ্যা কমছে। এই তাৎ’ক্ষণিক মুনাফার আশায় যেমন জলের সংকট দেখা দিচ্ছে জীববৈচিত্র্য আজ বিপদের মুখে। অবগতির জন্য জানাই, সমগ্র সুন্দরবনে আজ পানীয় জলের ভয়ঙ্কর সঙ্কট আসন্ন। বিশেষ করে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা। এই জেলার অন্তর্গত বাসন্তী এবং গোসাবা ব্লকের অবস্থা সর্বাধিক শোচনীয়। আমাদের তথ্য অনুযায়ী একমাত্র জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি ২০২১ বর্ষে ভূগর্ভের জলস্তর কমপক্ষে প্রায় ২০ থেকে ৩০ ফুট নীচে নেমে গেছে। আজ পর্যন্ত যা কখনও হয়নি। এখনও মার্চ, এপ্রিল, মে মাস বাকি আছে। এরই মধ্যে পানীয় জলের নলকূপগুলি অধিকাংশ বন্ধ হয়ে গেছে। সরকারি নলকূপগুলি ‘মার্ক টু’তে পরিবর্তনের ফলে এখন কিছুটা হলেও জল পাওয়া যাচ্ছে , কিন্তু প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে আর কত দিন? পানীয় জল প্যায়ার ভূগর্ভেণ উৎস গভীর সঙ্কটের মধ্যে। আমরা বছরের পর বছর দেখে আসছি, সুন্দরবনের গড় বৃষ্টিপাত বছরে ১৮০০ মিমি থেকে ২২০০ মিমি। গত কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে এই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমছে। গত বছরে এই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণের থেকে অনেক অনেক কম। মাটির তলায় পানীয় জলের পরিমাণ কমে যাওয়ার সম্ভাব্য কারণগুলির মধ্যে একটি প্রাধন কারণ হল, মাটির তলার জল শ্যালোর মাধ্যমে তুলে যথেচ্ছভাবে মূলত ধান চাষ নিয়ে ব্যবসা করছে। এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। যখন দেখি মানুষ নিজের স্বার্থেরজন্য একটা গোটা সভ্যতাকে বিনষ্টের দিকে ঠেলে দিতে কুণ্ঠাবোধ করছে না, তখন কষ্ট হয়। যেখানে পানীয়জল থাকে না সেখানে সভ্যতা থাকে না। ভূগর্ভের জল প্রায় ৭০-৮০ শতাংশ চাষের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এখনও বহু জায়গায় মাটির তলা থেকে জল তুলে সরকারি প্রকল্পের সাহায্যে চাষ করা হচ্ছে। অথচ এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে ভারতের প্রায় ২১টি শহরে ‘ডি জিরো’ বা জদলশূন্য অবস্থার ভ্রূকুটির হাতছানি রয়েছে। সমগ্র বিশ্বে প্রায় ২১০ কোটি মানুষের বাড়িতে পরিস্রুত পানীয় জলের অভাব। অথচ বোতলবন্দি বাজারজাত জলের অভাব নেই। আমরা ঠাণ্ডা পানীয়র প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছি, অথচ ভাবছিল না এক লিটার ঠাণ্ডা পানীয় তৈরি করতে কত লিটার জল অপচয় করছি। দিন এসেছে, ভাবতে হবে। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সভ্যতা বাঁচানোর লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে সমস্ত প্রকার রাজনৈতিকর, আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বর্ণ লিঙ্গ ইত্যাদি বৈষম্য তুলে।

২০২১ সালে ভূগর্ভের জলস্তর নামতে নামতে এক ভয়ঙ্কর জায়গায় যেতে বসেছে। ফেব্রুয়ারি ২০২১ যে তথ্য আমরা সংগ্রহ করেছি তাতে দেখা যাচ্ছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিশেষ করে বাসন্তী এবং গোসাবা ব্লকের অবস্থা শোচনীয়। বিগত দু’মাসে ছোট মোল্লাখালী গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রায় ২০ ফুট জলস্তর নেমে গেছে। যা কখনো হয়নি। এখনও মার্চ, এপ্রিল ও মে মাস বাকি আছে। অন্যদিকে বাসন্তী ব্লকেব জেদ্যাতিষ পুব গ্রামবঞ্চায়েতের প্রায় ২৫ ফুট নীচে জলস্তর নেমে গেছে। গোসাবা ব্লকের শম্ভুনগর গ্রাপঞ্চায়েতের ১৪০টি পানীয় জলের নলকূলের মধ্যে ৪২টি এবং ছোটমোল্লাখালী গ্রাপঞ্চায়েতের ১৬৪টি পানীয় জলের নলকূপের মধ্যে ৬১টি নলকূপ শুকিয়ে গেছে।

এই বছরে দুটি বিষয় অবূতপূর্ব হয়েছে ঃ

ক) বিগত কোনো বছরে এতটা জলস্তর কমেনি।

খ) জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি মাসে জলের এই অবস্থা যা কখনও হয়েছে বলে স্মরণ হচ্ছে না। তথ্য অনুযায়ী, গোসাবা ব্লকের শম্ভুনগর, বিপ্রদাসপুর এবং ছোটমোল্লাখালীতে গত বছরে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১২৫৮ মিমি, অর্থাৎ দক্ষিণ ২৪ পরগনার গড় বৃষ্টিপাত ১৭৫০-১৭৭০ মিমি’র থেকেও যথেষ্ট কম।)

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যা নিতে হবে ঃ নলকূলের জলসঠিক ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে আইন ব্যবস্থা গ্রহণ করা। জলঅপচয় রোধে আইনি ব্যবস্থা ও তার কঠোর প্রয়োগ। চাষের কাজে সমস্ত প্রকার শ্যালো / মাটির তলার জল ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা এবং দণ্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষণা করা। বিকল্প চাষের ব্যবস্থা করা। জল নিয়ে যে কোনো প্রকার ব্যবসা বন্ধ করা। নলবাহিত জলের গুণগত মান নিশ্চিত করা জলাশয় বোজানো রোধে আইনি ব্যবস্থা কঠোরভাবে প্রয়োজ করা। ব্লকের মূল ভূখণ্ডগুলিতে ব্যবহারের পুকুর ভরটা করে কোটি কোটি টাকার অবৈধ লেনদেন চালাচ্ছে দুষ্কৃতীরা, এটা বন্ধ করা। অবিলম্বে সমস্ত জমে যাওয়া খাল, পুকুর দিঘির সংস্কার করা। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বৃষ্টির জলসংরক্ষণের সমস্ত প্রকল্পগুলিকে যথাসম্ভব চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া ও লাগু করা। বিশেষ করে ব্লকের মূল ভূখণ্ড ও সহরগুলিতে জল ব্যবহারের উপর রেশনিং ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রত্যেক মানুষের পানীয় জলের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা। পানীয় জলকে কেন্দ্র করে পরিবেশ, বন, কৃষি, পশুপালন, নদীবাঁধ, সেচ এই সকলবিভাগকে নিয়ে একটি পৃথক দফতর গঠন করা। জল বিষয়ে যে কোনো নীতি গ্রহণের পূর্বে মানুষের অভিমত গ্রহণ করা আবশ্যিক। জল সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

রূপকথা নয়, এ এক ট্র্যাজিক নায়কের কথা

সুব্রত রায়

১৯১৯ সালের ডিসেম্বরে হুগলির চোপা গ্রামে জন্ম রবীন মজুমদারের। তাঁর জন্মশতবর্ষ চলে গেল ২০১৯ সালের ডিসেম্বর। কিন্তু এই ম্যাটিনি আইডলকে প্রায়ই বুলেই গেছে বাঙালি। নতুন প্রজন্ম জানেই না যে রবীন মজুমদার বাঙালা চলচ্চিত্রের এমন একজন চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব যিনি একই সঙ্গে নায়ক ও গায়ক। রবীন মজুমদারের বাবা অমূল্যকুমারের চাকরির সুবাদে ছোটো থেকেই তাঁর বেড়ে ওঠা কাটিহারা। শুরু থেকেই সঙ্গী ছিল গান। বারো তেরো বছর বয়সে উত্তরবঙ্গ রাজশাহী ডিভিশন মিউজিক প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছিলেন। বাবা কিনে দিলেন হারমোনিয়াম। পণ্ডিত বীরেন নিয়োগীর কাছে গানের তালিমও শুরু হল। এদিকে জোরদমে চলছে পড়াশুনা। তিনটি বিষয়ে লেটার মার্কস নিয়ে ম্যাট্রিক পাশ করে, কলকাতায় স্কটিশচার্চ কলেজে বিজ্ঞান বিষয়ে ভর্তি হলেন।

‘সিনেমাই অভিনয় করবে না কি?’ কেমন যেন ঘাবড়ে গেল ছেলেটা। দেখা করতে বলেছিলেন বটে। কিন্তু হঠাৎ এই প্রশ্ন। গল্পটা হল, স্কটিশাচার্চ কলেজে বার্ষিক অনুষ্ঠানে ছেলেটির গান শুনে প্রশ্নকএতটাই খুশি হয়েছিলেন যে, সেদিন ফিরে আসার সময় ছেলেটিকে দেখা করতে বলেছিলেন। সেই কথামতো দেখা করতে এসে আজ এমন প্রশ্নের মুখোমুখ হতে হবে তা ভাবতেই পারেনি সেই ছেলে। তাছাড়া সামনেই ফাইনাল পরীক্ষা, সেটা যেমন কারণ, তার চেয়েও বড় কারণ, সেটা ছিল ব্রিটিশ আমল। সে সময়ে রেলে চাকরি করা তার বাবা ছিলেন অত্যন্ত রাশভারী ও রক্ষণশীল মানুষ। প্রশ্নকর্তা খানিক শুনলেন খানিক বুঝলেন। তারপর ছুটি দিলেন, বটে, কিন্তু ছেলেটির ঠিকানা রেখে দিলেন। এবারে যখন ডাক পেল ছেলেটি, পড়াশুনার অজুহাত দেখিয়ে বারাবর আশীর্বাদ নিয়ে সোজা কলকাতার স্টুডিও পাড়ায়। গান করতে হলো সেদিনের বিশিষ্ট শিল্পী অনুপম ঘটকের সামনে। তারপর কালী ফিল্মস স্টুডিওতে মেকাপ নিয়ে রঙিন ধুতি জামা পড়ে সোজা ক্যামেরার সামনে। নতুন এই শিল্পী অভিনেতা রবীন মজুমদার। আর সেই প্রশ্নকর্তা যিনি তার গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন তিনি চলচ্চিত্র জগতের আর এক দিকপাল প্রমথেশ বড়ুয়া।

৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৪০-এর মুক্তি পেয়েছিল ‘শাপমুক্তি’। সেই নিয়েও চমক। মুক্তির আগের দিন গোটা ছবিটা দেখার সময় পরিচালক বড়ুয়া সাহেবের মনে হল পাঁচ নম্বর দৃশ্যে কিছু ত্রুটি থেকে গেছে। নতুন করে তুলতে হবে। পরেরদিন সকাল আটটার মধ্যে সবাইকে স্টুডিওতে আসতে বললেন। সকলেই হতবাক। সেই দিনই তো ‘উত্তরা’ সিনেমায় ছবি মুক্তি পাবে। রবীনবাবু বলেই

ফেললেন, ‘সে কি! কাল তো ছবি রিলিজ! বড়ুয়া সাহেবের উত্তর ‘সেটা আমার ভাববার কথা, তোমার নয়।.... জাস্ট অ্যাট এইট।’ পরের দিন দৃশ্যটি তোলা হল, ততক্ষণে ‘উত্তরা’য় শাপমুক্তি হয়ে গিয়েছে। সেখানে ছবি পাঠানো হয়েছিল পাঁচ নম্বর রীল বাদ দিয়েই। ফাইনাল প্রিন্ট রেড হওয়ার পর, গাড়িতে রবীন মজুমদারকে তুলেহলের দিকে ছুটলেন প্রমথেশ বড়ুয়া। যখন পৌঁছালেন তখন পর্দায় চার নম্বর রীলের মাঝামাঝি অংশ চলছে। নতুন পাঁচ নম্বর রীল ঢুকে গেলে যথাস্থানে। এও যেন এক সিনেমা। প্রথম ছবিতেই নবীন নায়ক গায়ককে বরণ করে নিলেন দর্শক। যেমন সৌম্যকান্তি চেহারা তেমনই সাকালীল অভিনয়। সেই সঙ্গে মধুর কণ্ঠে গান। অনুপম ঘটকের সুরে রবীন মজুমদারের গলায় ‘বাংলার বধু,’ ‘এই ধরণীর ধুলির তলে’, ৎবনে নয় মনের রঙের আগুন’ গানগুলি শুরুতেই হিট হল। উত্তাল চল্লিশের দশকে এভাবেই উত্থান রোমান্টিক চিত্রতারকা রবীন মজুমদারের।

এই ছবির পর আর ফিরে তাকাতে হয়নি। বাংলা ছায়াছবির জগতে রবীন মজুমদার অভিনীত, ‘গরমিল’, ‘সমাধান’, ‘ভাঙাগড়া’, ‘না’ ‘টাকা আনা পাই’, সাড়া পেলেছিল। ১৯৪৯ সালের ৫ নভেম্বর মুক্তি পেল দেবকী কুমার বসু পরিচালিত ‘কবি’। এই ছায়াছবিতে ছিল তাঁর অবিস্মরণীয় গান ও অভিনয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে ডাকতেন ‘কবিয়াল’ বলে। ‘কবি’ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা। সে সময়ে কেন কবির গান আজো সমান জনপ্রিয়। তিনি ছিলেন গায়ক নায়ক দুই-ই ‘গরমিল’ ছায়াছবিতে তাঁর গাওয়া, ‘এই কি গো শেষ দান’ গানটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। সেই সময় তাঁকে দিয়ে গান গাওয়ানোর জন্য মুখিয়ে থাকতেন সঙ্গীত পরিচালকেরা। বন্ধু সুরকার রবীন চট্টোপাধ্যায়েরসুরে ‘আমার আঁধার ঘরের প্রদীপ’ গানটি আজও লোকের মুখে মুখে ফেরে। বাংলা ছবির জগতে যে সমস্ত নায়ক গায়ক এসেছেন, তাঁদের মধ্যে রবীন মজুমাদার একটু ব্যতিক্রম। বাকি অসামান্য শিল্পীরা পরবর্তীকালে হয় অভিনেতা নয় গায়ক হিসেবেই আসন পেতেছেন দর্শকমনে। কিন্তু রবীনবাবু বারবরই দুটো দিককেই সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। বহু বাংলা ছবিতে তিনি নায়ক গায়ক আবার ‘মন্দির’ (১৯৪৭) ছবিতে তিনি শুধুই নেপথ্য শিল্পী হিন্দিতেও তাই। ‘অ্যারাবিয়ান নাইটস’ (১৯৪৬), ‘দুখিয়ারী’ (১৯৪৮) ছবিতে অভিনয় সহ গান, আবার ‘হসপিটাল’ (১৯৪৩), ‘রানী’ (১৯৪৩), ‘বিন্দিয়া’ (১৯৪৬) ছবিতে গাইছেন নেপথ্যে। কেরিয়ারে শেষদিকে শুধু অভিনয়, মঞ্চাভিনয়ও করেছেন। ১৯৫২ সালে ‘সেই তিমিরে’ নাটক থেকে ১৯৮২ সালের ‘প্রজাপতি’ পর্যন্ত। সেখানেও সব ক্ষেত্রেহ গান নয়। এর মধ্যে ১৯৫৭ সালে মঞ্চে ‘কবি’ নাটকে নিতাই কবিয়াল হয়ছেন, অবস্যি গান সহ।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

আগরতলায় যুব ছাত্র ভবনে রক্তদান শিবির ঘুরে দেখেন বিরোধী দলনেতা মানিকা সরকার। ছবি ঃ নিজস্ব

শুভেন্দুকে তলব করল সিআইডি, সোমবার হাজিরার নির্দেশ

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স) : দেহরক্ষীর খুনের মামলায় রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে তলব করল সিআইডি। রাজ্য পুলিশ সূত্রের খবর, সোমবার তাঁকে ভবানী ভবনে তদন্তকারীদের সামনে

হাজির হতে বলা হয়েছে।
২০১৮ সালে তৎকালীন তৃণমূলের মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দেহরক্ষী শুভব্রত চক্রবর্তী গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। সেই ঘটনায় সম্প্রতি খুনের অভিযোগ দায়ের করেন শুভব্রতের স্ত্রী। সেই ঘটনারই তদন্ত শুরু করেছে সিআইডি। সোমবার তাঁর বয়ান রেকর্ড করা হতে পারে বলে সূত্রের খবর।
তবে সূত্রের খবর, পূর্বনির্ধারিত একটি বৈঠকের কারণে তিনি দিল্লিতে থাকবেন। শুভেন্দুর হয়ে তাঁর আইনজীবী সিআইডিকে চিঠি পাঠিয়ে জবাব দিতে পারেন।
সম্ভবত সেই কারণে সিআইডির তলবে হাজিরা দিতে পারবেন না শুভেন্দু। তলবের বিষয়ে রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, “বিরোধী দলকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো তৃণমূল সরকারের অভ্যাস। এই ঘটনা তারই আর একটা নজির।”

কুমোরটুলি ব্যস্ত বিশ্বকর্মা প্রতিমা নির্মাণে

কলকাতা,৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ক্যালেন্ডার জানান দিচ্ছে আর মাত্র কয়েকদিন পরেই দুর্গা পুজো। শহর সাজবে আলোর মেলায়। পুজো এসে গেলেও কুমোরটুলিতে ফেরেনি ব্যস্ততা। নেই পুজোর সেরকম বায়না। এরই মাঝে সামনেই বিশ্বকর্মা পুজো। রবিবার কুমোরটুলি ব্যস্ত বিশ্বকর্মা প্রতিমা নির্মাণে।
গত বছর মার্চ মাস থেকে শহরজুড়ে জাকিয়ে রাজ করছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। করোনা আবহেই চলতি বছর পালিত হবে দুর্গা পুজো। যার ফলে বায়না নেই বললেই চলে কুমোরটুলিতে। যেখানে এই সময় কুমোরটুলির শিল্পীদের মাথা তোলার সময় থাকে না সেখানে চলতি বছর এক অন্য চিত্র কুমোরটুলিতে। তবে, এরই মাঝে সামনেই বিশ্বকর্মা পুজো। বিশ্বকর্মা পুজোর বাকি আর মাত্র ১৪ দিন। বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষ্যে সামান্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে কুমোরটুলির মৃৎ শিল্পীরা। বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষ্যে রাজু পাল ৩০ টি বিশ্বকর্মা বরাত পেয়েছেন এই বছর।

ফেরিঘাটেও এবার টোকেনের ব্যবস্থা

কলকাতা,৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.): এবার আরও স্মার্ট পরিষেবা দিতে চলেছে ফেরিঘাট। মেট্রো রেলে যাতায়াতের জন্য ইতিমধ্যেই চালু আছে স্মার্ট কার্ড। আর এবার মেট্রোর পর ফেরিঘাটেও থাকছে টোকেন , স্মার্ট কার্ড- র ব্যবস্থা।
বর্তমানে বিধিনিষেধের জেরে চলছে না লোকাল ট্রেন। যার জেরে শহরবাসীকে নির্ভর করতে হচ্ছে বাস,মেট্রো,ফেরির উপর। যাত্রীদের সুবিধার্থে এবার মেট্রো রেলের ধাঁচে স্মার্টকার্ড ও টোকেনের ব্যবস্থা করছে আড়িয়াদহ-উত্তরপাড়া ফেরিঘাট। চলতি মাসেই সেখানে চালু হচ্ছে এই নতুন পদ্ধতি। ইতিমধ্যেই বসানো হয়ে গিয়েছে যন্ত্র। বর্তমানের কঠিন পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে ভিড় এড়াতেই আড়িয়াদহ-উত্তরপাড়া ফেরিঘাট এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে খবর সূত্রের। তার মূল কারনই স্মার্ট কার্ড থাকলে আর টিকিট কাটার লাইনে দাঁড়াতে হবে না। ফলত সময় এবং সুরক্ষা দুই বজায় থাকবে। হিন্দুস্থান সমাচার / পায়েল

শিক্ষক থেকে শিক্ষা সব অবহেলিত,রাজ্যকে একহাত দিলীপের

কলকাতা,৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.): আজ রবিবার শিক্ষক দিবস। কিন্তু শিক্ষক দিবসেও রাজ্যের শিক্ষক ও শিক্ষা নিয়ে রাজ্যের শকদলকে কটাক্ষ রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষের। ছুটির সকালে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে বীরভূমের কোটাসুরে """শিক্ষক থেকে শিক্ষা সব অবহেলিত"""" রাজ্য সরকারকে একহাত দিলীপ ঘোষের।
রাজ্যের শিক্ষা নিয়ে কটাক্ষের সুর চড়িয়ে দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, """"শিক্ষকরা অবহেলিত হলে শিক্ষাও অবহেলিত হবে। সরকারের উচিত আজ শিক্ষকদের উদ্দ্যেশ্যে বার্তা দেওয়া যে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষকরা অবহেলিত হবেন না""""।
উল্লেখ্য, গতকালই বীরভূমে আসেন দিলীপ ঘোষ। রবিবার বীরভূমের ময়ূরেশ্বর বিধানসভার কোটাসুরে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে যোগ দেবেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি। তারই আগে প্রাতঃ ভ্রমণে বেড়িয়ে কোটাসুরে মদনেশ্বর মন্দিরে দর্শন করেন দিলীপ ঘোষ।

দলবদল এখন ফ্যাশন, কটাক্ষ দিলীপের

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : গত কয়েকদিন ধরেই তৃণমূলে যোগ অব্যাহত। ইতিমধ্যেই বিজেপির ছেড়ে বহু বিজেপি সমর্থক যোগ দিয়েছে তৃণমূলে। তৃণমূলে বিজেপি সমর্থকদের যোগ দেওয়া প্রসঙ্গে রবিবার দিলীপ ঘোষকে প্রশ্ন করা হলে """দলবদল এখন ফ্যাশন"""" কটাক্ষ রাজ্য বিজেপি সভাপতির।
সম্প্রতি কালিয়াগঞ্জ- এর বিজেপি বিধায়ক তৃণমূলে যোগ দিয়েছে। তৃণমূলে বিজেপি নেতাদের যোগ দেওয়া প্রসঙ্গে কটাক্ষের সুর চড়িয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, """" এসেছিল টিকিট নিয়ে জিতেছিল। পার্টি বদল, দলবদলটা এখন ফ্যাশন হয়েছে। গরু ছাগল নয় যে আটকে রাখবো। তৃণমূল কি পেরেছে? তৃণমূলও পারেনি। সিন্ডিকেট রাজনীতি করেও পারেনি। সবাই তৃণমূল ছেড়ে পালাচ্ছে """"।

কয়লাকাণ্ডে সোমবার দিল্লিতে ইডি দফতরে হাজিরা দিতে পারেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স) : কয়লা পাচার-কাণ্ডে সোমবার দিল্লিতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) দফতরে হাজিরা দিতে পারেন তৃণমূল সাংসদ তথা দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল সূত্রে খবর, রবিবার বিকেলে দিল্লি যেতে পারেন অভিষেক। সোমবার তিনি যেতে পারেন ইডি দফতরে। কয়লা মামলায় গত ২৮ আগস্ট অভিষেক ও তাঁর স্ত্রী রুজিরাকে দিল্লির দফতরে তলব করে ইডি। রুজিরাকে ১ সেপ্টেম্বর ও অভিষেককে ৩ সেপ্টেম্বর হাজিরা দিতে বলা হয়। কিন্তু হাজিরা দেননি রুজিরা। ১ সেপ্টেম্বর চিঠি দিয়ে তিনি ইডি-কে জানিয়ে দেন, অতিমারির মধ্যে দুই শিশু

সন্তানকে নিয়ে দিল্লি-যাত্রা নিরাপদ বলে মনে করছেন না। তাই অভিষেকের স্ত্রী আর্জি জানিয়েছেন তাঁকে যেন কলকাতার বাড়িতেই প্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসাবাদ করে ইডি।
বিগত বিধানসভা নির্বাচনের আগে অভিষেকের কালীঘাটের বাড়িতে গিয়ে রুজিরাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল সিবিআই। জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল রুজিরার বোনকেও। এখন দেখার ইডি-র তলবের পরে রুজিরা হাজিরা এড়ালেও অভিষেক যান কি না। হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

আজ থেকে শুরু বাংলাদেশ- ভারত আকাশপথে যোগাযোগ

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স) : আজ রবিবার থেকে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে আকাশপথে পুনরায় যোগাযোগ শুরু হচ্ছে। এর আগে এয়ার বাবল চুক্তির আওতায় তিন দফায় বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের আকাশপথে চলাচল শুরুর তারিখ পিছিয়ে যায়।
শনিবার বেসামরিক বিমান পরিবহন কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তিতে এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ জারি করে। সংস্থার চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল এম. মাফিদুর রহমান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সব ধরনের যাত্রীর ভ্রমণের ৭২ ঘণ্টা আগে করোনা পরীক্ষা সরকারি কেন্দ্র থেকে সম্পন্ন করতে হবে। দুই দেশের নিয়ম অনুসারে যাত্রীরা কোয়ারেন্টিনে থাকবেন।
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স জানিয়েছে, ৫ সেপ্টেম্বর থেকে ঢাকা-কলকাতা রুটে বিমানের প্রথম ফ্লাইট যাবে। করোনা মহামারির মধ্যে গত বছরের অক্টোবরে ভারতের সঙ্গে "এয়ার বাবল" চুক্তির আওতায় বিমান চলাচল শুরু হয়েছিল। মহামারিতে ভারত বিপর্যস্ত হয়ে পড়লে চলতি বছরের এপ্রিলে বন্ধ হয় বিমান চলাচল। অবশেষে প্রায় চার মাস পর বেসামরিক বিমান পরিবহন কর্তৃপক্ষ ৫ সেপ্টেম্বর থেকে ভারতের সঙ্গে আকাশপথে প্লেন চলাচলের ঘোষণা করা হল। হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

এনকাউন্টার, পুলিশের গুলিতে আহত গুয়াহাটির রেভ পার্টিতে কোকেন যোগানকারী বিশাল চৌধুরী

গুয়াহাটি, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : পুলিশের এনকাউন্টারে আহত হয়েছে গুয়াহাটি মহানগরীর খারঘুলিতে অনুষ্ঠিত রেভ পার্টিতে কোকেন সরবরাহের মাস্টারমাইন্ড বিশাল চৌধুরী। গতকাল শনিবার রাতে লতাশিল পুলিশের হেফাজত থেকে পালানোর চেষ্টা করলে বাধ্য হয়ে গুলি করে তাকে রোখা হয়েছে। বিশালের বাঁ-পায়ে গুলি লেগেছে। তাকে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করেছে পুলিশ। গত ২৮ আগস্ট দিল্লি থেকে বিশাল চৌধুরীকে গ্রেফতার করেছিল মহানগর পুলিশ। এনকাউন্টারের খবর প্রথমে টুইট করে জানিয়েছেন অসমের স্পেশাল ডিজিপি (আইন-শৃঙ্খলা) জ্ঞানেন্দ্রপ্রতাপ সিং।
প্রসঙ্গত, গত ১৩ আগস্ট গুয়াহাটির লতাশিল থানার অন্তর্গত খারঘুলি এলাকায় ডন বসকো ইনস্টিটিউট সংলগ্ন রিভিয়েরা অ্যাপার্টমেন্টে সন্ধ্যারাত থেকে জনৈক অমিত বরুয়ার বার্থ-ডে পার্টির আয়োজন করা হয়েছিল। ব্যবসায়ী জনৈক বিকাশ জৈনের ত্রিতলের আবাসনে সম্ভ্রান্ত পরিবারের কয়েকজন বন্ধুবান্ধবীকে নিয়ে চলছিল বার্থ-ডে-র অনুষ্ঠান। কিন্তু বার্থ-ডে-র আড়ালে ড্রাগস পার্টি চলছে, এই খবর পেয়ে মধ্যরাতে দলবল নিয়ে লতাশিল থানার পুলিশ হানা দেয় রিভিয়েরা অ্যাপার্টমেন্টের বিকাশ জৈনের আবাসনে। হাতেনাতে যুবতী এবং ড্রাগস সহ ১৮ জনকে থানায় তুলে আনে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবসট্যান্সেস অ্যাক্ট, ১৯৮৫ (এনডিপিএস)-এর নির্দিষ্ট ধারায় তাদের গ্রেফতার করা হয়। বার্থ-ডে পার্টি থেকে প্রচুর পরিমাণের কোকেন, আফিম ও গাঁজা বাজেয়াপ্ত করেছিল অভিযানকারী পুলিশের দল। এদিকে গতরাতে এনকাউন্টার সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন ডিসিপি রাজবীর সিং। তিনি বলেন, খারঘুলির ওই অ্যাপার্টমেন্টে বার্থ-ডে-র নামে কোকেন পার্টির মূল অভিযুক্ত বিশাল চৌধুরী। ধৃত জনৈক অশোক বর্মণের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে গত ২৮ আগস্ট দিল্লি থেকে তাকে গ্রেফতার করে গুয়াহাটি আনা হয়েছিল। তদন্তের স্বার্থে গতকাল রাত প্রায় সাড়ে আট-নয়টা নাগাদ তাকে নুনমাটিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কিন্তু সুযোগ-সন্ধানী বিশাল পুলিশের গাড়ি থেকে ঝাঁপিয়ে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে। তখন পুলিশ গুলি করতে বাধ্য হয়। ডিসিপি জানান, গত প্রায় দু-বছর ধরে সে গুয়াহাটিতে কোকেন পাচার করছিল। এ ঘটনার খেই ধরে গুয়াহাটির আরও কয়েকটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্য পুলিশের জালে উঠতে পারে, ইঙ্গিত ডিসিপি রাজবীর সিঙের। হিন্দুস্থান সমাচার / সমীপ

রবিবার সকাল থেকেই পুজোর ভিড় জমছে গড়িয়াহাট নিউমার্কেটে

কলকাতা,৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.):ক্যালেন্ডার জানান দিচ্ছে, আর মাত্র একটা মাস পরেই পুজো। যদিও গত বছরের মতো চলতি বছরও করোনা আবহে হবে পুজো। অপরদিকে ইতিমধ্যেই পুজোর বাজার করার জন্য ভিড় জমতে শুরু করেছে নিউমার্কেট গড়িওয়াহাটে। রবিবার সকাল থেকেই পুজো ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে নিয়মার্কেট গড়িয়াহাটে।
গত বছর মার্চ মাস থেকে শহর জুড়ে জাঁকিয়ে রাজকরছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। একটা গোটা বছর পেরিয়ে গেলেও পরিবর্তন হয়নি পরিস্থিতির। যার জেরে গত বছরের মতো চলতি বছরেও পুজো হবে করোনা আবহে। প্রতি বছরই পুজোর বাজার করতে শহরবাসী ভিড় জমায় নিউ মার্কেট গড়িয়াহাটে। গত বছর সেই চিত্রে কিছুটা ভাঁটা পড়লেও চলতি বছর সামান্য পরিবর্তন হয়েছে পরিস্থিতির। আজ রবিবার ছুটির দিন ধর্মতলার নিয়ে মার্কেটে লক্ষ্য করা যাচ্ছে পুজোর ভিড়। অন্যান্য বছরের মতো ভিড় না হলেও গত বছরের থেকে সামান্য ভিড় বেড়েছে শহরের বাজার গুলোতে এমনটাই মনে করছে ব্যবসায়ীরা।

করোনা কাঁটার মাঝেই নয়া বিপত্তি নিপা ভাইরাস ফিরল কেরলে

তিরুবনন্তপুরম, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স) : কেরলে ফের ফিরল নিপা ভাইরাস। এই ভাইরাসে রবিবার সকালে বারো বছরের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। তার দেহে এই ভাইরাসের খোঁজ মিলেছে। কেরলের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ভিনা জর্জ জানান, শনিবার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ভাইরোলজি থেকে ওই শিশু দেহে নিপা ভাইরাস পাওয়া খবর পাওয়া গিয়েছে। জানা গিয়েছে, এদিনই কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে একটি দল কেরলে পাঠানো হয়েছে।
শিশুটির চিকিতসা হাসপাতালে চলছিল। কেরলের কোজিকোড়ে, মালাপ্পুরমের মতো জেলায় প্রচুর মানুষ মারা যাচ্ছিলেন বিনা চিকিতসায়। সেই আতঙ্ক আবারও ফিরে এসেছে। হাসপাতালে নিপা আক্রান্ত শিশুর মৃত্যু ঘিরে তাই নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। কোভিডের কাঁটার মাঝেই নিপা নিয়ে সাধারণ মানুষকেও সতর্ক করা হচ্ছে। শনিবারই রাতের দিকে এই নিয়ে বৈঠক করে কেরলের স্বাস্থ্য দফতর। সরকারি তরফে জানানো হয়েছে, নিপা রোধের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছে। ২০১৮ সালের অভিজ্ঞতা থেকেই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। অযথা আতঙ্কের কারণ নেই। সাধারণত বাদুর বা শুয়োর থেকে মানুষের দেহে এই ভাইরাস বাসা বাঁধে। এখনও এর কোনও ভ্যাকসিন বা ওষুধ আবিষ্কৃত হয়নি। কেরলে শেষবার নিপা আক্রান্তের খোঁজ মিলেছিল ২০১৯ সালের মার্চ মাসে। একসময় এই রোগের বলি হয়েছেন অনেকে। তাই এবার সরকার সতর্ক হচ্ছে আগে থেকেই। হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

আচার্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের ১২৫ তম আবির্ভাব বর্ষ পালন

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স) : আচার্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের ১২৫ তম আবির্ভাব বর্ষ উপলক্ষে নানা কর্মসূচির মধ্য স্বামীজীর জন্ম বর্ষপূর্তি পালিত হচ্ছে নদীয়ার নবদ্বীপ ভারত সেবাশ্রম প্রাঙ্গণে। সাত দিনব্যাপী চলতে থাকা এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে রবিবার সকালে ভারত সেবাশ্রম সংঘ আশ্রম থেকে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়ে নবদ্বীপ শহরের রাজপথে। এই দিনের শোভাযাত্রাটি নবদ্বীপ পৌরসভা পাঁচমাথা এলাকা সংলগ্ন ভারত সেবাশ্রম সংঘ প্রাঙ্গণে থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রাণকেন্দ্র পোড়ামা তলায় গিয়ে শেষ হয়।
রাষ্ট্রের প্রধান শক্তি যুবশক্তিকে ভবিষ্যতে আরও বেশি করে সুশৃংখল করে তুলতে স্বামী প্রণবানন্দজীর পথনির্দেশনাকে সামনে রেখে নবদ্বীপ ভারত সেবাশ্রম সংঘ মন্দির প্রাঙ্গণে সাত দিনব্যাপী চলতে থাকা এই অনুষ্ঠান পর্বের প্রথম দিন থেকেই কিশোর ও যুবকদের লাঠি খেলা ক্যারাটে প্রশিক্ষণ সহ বিভিন্ন ধরনের শরীর চর্চা অনুশীলন প্রদর্শনীর পাশাপাশি যুব সমাজকে মানসিক দৃঢ়তা, শারীরিক ও চারিত্রিক গঠনে পারদর্শী করে তুলতে বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া ও কর্মসূচির প্রদর্শনী পর্ব অনুষ্ঠিত হয় আশ্রম প্রাঙ্গণে। হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

প্রতাপগড় মহিলা মোর্চা কার্যকারিনী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি ঃ নিজস্ব

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ম্যাগি দোসা না ম্যাগি বিরিয়ানি? প্রিয় খাবারের কোন অদ্ভুত রেসিপি আপনি বেছে নেবেন

ভারতীয় হেঁসেলে ম্যাগি এখন অবিচ্ছেদ্য খাবার। বিশেষ করে আংশিক লকডাউনের বাজারে মানুষ বেশি করে কিনে রাখছেন এই ইনস্ট্যান্ট নুড। তাড়াহুড়োয় খিদের মুখে চটপট তৈরি হয়ে যায় এই খাবার। চিজ, সসেজ, ডিম, সব্জি দিয়ে নানা ভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ম্যাগি খাওয়া হয়ে গিয়েছে সকলের। সেগুলো খেয়ে খেয়ে যদি একঘেয়ে লাগে, তা হলে চেখে দেখতে পারেন এই অভিনব রেসিপিগুলি। এর মধ্যে কিছু খাবার বেশ অদ্ভুতও বটে!

ম্যাগি দোসা

দক্ষিণ ভারতীয়দের প্রিয় জলখাবার দোসা। এখন অবশ্য দেশজুড়ে খাওয়া হয়। মসালা দোসা বানাতে কুড়েমি লাগলে, আপনি ভিতরের পুরের বদলে ম্যাগি দিতে পারেন।

ম্যাগি পিতা

সাধারণ পিতা খেয়ে খেয়ে ক্লান্ত। বানিয়ে ফেলুন ম্যাগি দিয়ে। একবার খেলে বারবার খেতে চাইবেন।

ম্যাগি চিজ ভাজা

রান্না করা ম্যাগিতে চিজ মাখিনে ফ্রিজারে জমিয়ে নিন। হয়ে গেলে ছাঁকা তেলে ভেজে ফেলুন!

ম্যাগি বিরিয়ানি

বিরিয়ানির আর ম্যাগি একসঙ্গে! চেখে দেখুন নিজের দায়িত্বে।

নয়া প্রাইভেসি পলিসি নিয়ে বড় ঘোষণা হোয়াটসঅ্যাপের, স্বস্তিতে ইউজাররা

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: নিজেদের নয়া প্রাইভেসি পলিসি নিয়ে বড়সড় সিদ্ধান্ত নিল হোয়াটসঅ্যাপ । এই নিয়ে দেশজুড়ে চলতে থাকা বিতর্কের মাঝেই নিজেদের পূর্বের সিদ্ধান্ত থেকে পিছু হটল ফেসবুকের মালিকানাধীন মেসেজিং অ্যাপটি। ভারতীয় ইউজারদের স্বস্তি দিয়ে তারা জানিয়ে দিল, হোয়াটসঅ্যাপের নয়া প্রাইভেসি পলিসির শর্তাবলী না মানলেও, আগামী ১৫ মে কারওর অ্যাকাউন্ট বাতিল হবে না। শুক্রবারই বিবৃতি জারি করে এমনটাই জানিয়েছে হোয়াটসঅ্যাপ। আর তারপরই ইউজারদের মধ্যে খুশির হাওয়া। কিন্তু ঠিক কী কারণে এই সিদ্ধান্ত, তা জানায়নি তারা।

একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, শুক্রবার এই প্রসঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপ কর্তৃপক্ষকে এই প্রশ্ন করা হয়। ই-মেল মারফত তার জবাবে মুখপাত্র জানান, ”এই আপডেট না করলেও ১৫ মে-র পর কারওর অ্যাকাউন্ট মুছে ফেলা হবে না। ভারতেও কেউ হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করতে সমস্যায় পড়বেন না। অধিকাংশ হোয়াটসঅ্যাপ ইউজারই এই পলিসি মেনে নিয়েছেন। তবে কয়েকজনের কাছে এই সংক্রান্ত আপডেট এখনও পৌঁছায়নি। আবার এমনও অনেকে রয়েছেন যাঁরা এটি মানেননি। আগামী সপ্তাহগুলিতে আমরা সেই সমস্ত ইউজারদের কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা করব।”

উপগ্রহ থেকেই সরাসরি মিলবে দুরন্ত ইন্টারনেট! ”বিপ্লব” আনতে চায় এলন মাস্কের সংস্থা

কয়েকমাস আগেই হোয়াটসঅ্যাপ নিজেদের প্রাইভেসি পলিসি আপডেটের ঘোষণা করেছিল। তারপর থেকে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল। বহু ইউজারই হোয়াটসঅ্যাপ ছেড়ে সিগন্যাল কিংবা টেলিগ্রামের মতো অন্য অ্যাপের দিকে ঝুঁকছিলেন। পরিস্থিতি এমনই দাঁড়ায়, ভারতের এক নম্বর অ্যাপ হয়ে উঠেছিল সিগন্যাল! বিতর্কের মধ্যেও প্রথম দিকে হোয়াটসঅ্যাপ কার্যত মুখে কুলুপ এঁটেই ছিল। কিন্তু পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে দেখে এক বিবৃতিতে ফেসবুকের মালিকানাধীন মেসেজিং অ্যাপটি জানিয়ে দেয়, ইউজারদের ব্যক্তিগত তথ্য সম্পূর্ণ নিরাপদ। নতুন প্রাইভেসি পলিসির কারণে তা বিঘ্নিত হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। কিন্তু তাতেও পরিস্থিতি না শুধরানোয় তারা আরও জানায়, এই আপডেটের ফলে ফেসবুকের সঙ্গে তথ্য শেয়ার করা হবে এমন তথ্য একেবারেই সঠিক নয়। এরপর প্রথমে ৮ ফেব্রুয়ারি নয়া প্রাইভেসি পলিসি মেনে নেওয়ার শেষ তারিখ থাকলেও, পরে সেই সময়সীমা ১৫ মে পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হয়। আর এবার সেই তারিখও বাতিল করে দিল হোয়াটসঅ্যাপ কর্তৃপক্ষ।

ম্যাগির সিঙাড়া সিঙাড়া খেতে কার না ভাল লাগে। তবে ভিতের পুর করার সময় না পেলে রান্না করা ম্যাগি ব্যবহার করতে পারেন!

ত্বক পরিচর্যা সম্পর্কে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা

ব্রণ হওয়ার বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। তবে চকলেট কিংবা খাদ্যাভ্যাস নয়।

ব্রণ হচ্ছে তবে তৈলাক্ত খাবার খাওয়া বাদ, সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি থেকে ত্বক রক্ষা করতে উচ্চ মাত্রার ‘এসপিএফ’ সমৃদ্ধ ক্রিম ব্যবহার করা ভালো, ত্বকের দাগ দূর করতে পারে ভিটামিন ই সমৃদ্ধ ক্রিম।

এরকম বিভিন্ন ধরনের ধারণা ত্বক পরিচর্যার ক্ষেত্রে প্রচলিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এসব পদ্ধতি অন্ধবিশ্বাসের মতো ব্যবহার করা হয়। কিন্তু আসলেই কি তাই?

বরং প্রচলিত ধারণাগুলো কতটা সত্যি আর কতটা মিথ্যা তার জানার চেষ্টা করা যাক বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে।

ধারণা: তৈলাক্ত খাবার ও চকলেট ব্রণ সৃষ্টি করে

ব্রণ সৃষ্টির অন্যতম কারণ হল ত্বকের তেল ‘সিবাম’এর মাত্রা বৃদ্ধি। দুয়েকটা খাবার বাদ দেওয়া ত্বকের ব্রণ সৃষ্টিকারী সিবামের মাত্রার খুব একটা পরিবর্তন আনে না।

প্রয়াত মার্কিন ত্বকবিশেষজ্ঞ ড় জেমস ই. ফাল্টন, তার ক্লিনিকের ৬৫ জন ব্রণের রোগীর ওপর পর্যবেক্ষণ চালিয়ে সিদ্ধান্ত দেন, চকলেট খাওয়ার কারণে ব্রণ হয় না।

এই গবেষণার ওপর ভিত্তি করে অস্ট্রেলিয়ার ত্বকবিশেষজ্ঞ ডা. ফিলিপ সরব্রিক বলেন, “এক সময় মানুষ বিশ্বাস করতো চকলেট খেলে ব্রণ হয়। এখন আমরা বলতে পারি ব্রণ হওয়ার জন্য খাদ্যাভ্যাস কোনো বিষয় নয়।”

ব্রিটিশ চর্মরোগবিশেষজ্ঞ লিওনেল ফ্রে ‘দি ইলাস্ট্রেইডেট এনস্লাইকোপিডিয়া অফ ডার্মাটোলজি’ বইতেও একই কথা লিখে রেখে গেছেন।

এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বাস্থ্য ইনিস্টিটিউট এই তথ্য সমর্থণ করে জানায়, ব্রণ হওয়ার কারণ ত্বকের ধরন, জিন ও বংশগত বৈশিষ্ট্য। চকলেট ও তৈলাক্ত খাবার খাওয়ার কারণে ব্রণ হয় না।

ধারণা: বেশি এসপিএফ সমৃদ্ধ সানস্ক্রিন ব্যবহার করা ভালো

রোদের তাপ থেকে বাঁচতে সানস্ক্রিনের বিকল্প নেই, বাজারেও রয়েছে এর নানান বাহার।

বিভিন্ন মাত্রার এসপিএফ (সান প্রোটেকশন ফ্যাক্টর) যুক্ত সানব্লক পাওয়া গেলেও যুক্তরাষ্ট্রের ‘স্কিন ক্যান্সার ফাউন্ডেশন’ এবং ‘এনভাইরনমেন্টাল ওয়ার্কিং গ্রুপ’য়ের ওয়েবসাইট ইডব্লিউ ডটঅর্গ’এর নির্দেশনা অনুসারে এসপিএফ ৩০ সমৃদ্ধ সানব্লক ব্যবহার করাই যথেষ্ট।

কেননা এটা ৯৭ শতাংশ সূর্যরশ্মিকে বাধা দিতে সাহায্য করে।

যদি দীর্ঘক্ষণ রোদে বাইরে থাকতে হয়, বিশেষত বেলা ১২টা থেকে ২টা-৩টা পর্যন্ত, তবে বেশি এসপিএফ যুক্ত সানব্লক ব্যবহার করা যেতে পারে। বাড়িতে থাকলে উচ্চ এসপিএফ ব্যবহারে প্রয়োজন নেই।

ধারণা: ভিটামিন ই তেল ত্বকের দাগ দূর করে

ত্বকের দাগ কারও পছন্দ নয়। দাগ দূর করতে নানান রকমের ওষুধ ও সার্জারির সফলতার প্রমাণ পাওয়া গেলেও ভিটামিন ই’-এর ক্ষেত্রে এরকম কোনো প্রমাণ মেলেনি।

‘জার্নাল অফ প্লাস্টিক, রিকনোস্ট্রাকটিভ অ্যান্ড অ্যাসথেটিক সার্জারি’তে প্রকাশিত ২০১১ সালের গবেষণার তথ্যানুসারে, দুই সপ্তাহ ধরে দৈনিক দুবার ৫ শতাংশ ভিটামিন ই সমৃদ্ধ ক্রিম ব্যবহার করে অংশগ্রহণকারীদের ত্বকের দাগের তেমন কোনো পরিবর্তন দেখা যায়নি।

‘জার্নাল অফ বার্ন কেয়ার অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেইশন’এ প্রকাশিত ১৯৮৬ সালের আরেকটি গবেষণার তথ্যানসুারে, অপারেশনের পরে ভিটামিন ই ব্যবহারের পরেও ত্বকের দাগের তারতম্য ঘটেনি।

আগুনে দগ্ধ রোগীর ত্বক পুনর্নির্মান করার জন্য অস্ত্রোপচারের পর অংশগ্রহণকারীদের ওপর ভিটামিন ই সমৃদ্ধ ক্রিম, ওষুধ এবং স্টেরয়েড ব্যবহার করা হয়। তবে ত্বকের দাগ কমাতে সেসব উল্লেখযোগ্য কোনো প্রভাব রাখেনি।

আসলে ভিটামিন ই ত্বকের স্বাস্থ্য ভালো রাখে এবং পুষ্টি যোগাতে সহায়তা করে। তবে ত্বকের দাগ দূর হবে এমন ধারণা ভুল।

ধারণা: ‘ফেইস অয়েল’ ব্যবহারে মুখে ব্রণ হয়

ত্বকের সুরক্ষায় ভেষজ ফেইস অয়েল বাছাই করা যেতে পারে। এই বিষয়ে ‘গেটদিগ্লস ডটকম’য়ে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে লন্ডননিবাসী সৌন্দর্য ও ত্বক-বিশেষজ্ঞ অ্যাবিগিয়ল জেইমস বলেন, ‘‘আমার অভিজ্ঞতায় সব ফেইস অয়েল খারাপ নয়। ত্বক অতিরিক্ত শুষ্ক হলে এই ধরনের তেল ব্যবহার উপকারী।”

তিনি পরামর্শ দেন, এক্ষেত্রে প্রাকৃতিক উৎসের উদ্ভিজ্জ তেল ব্যবহার করা ভালো। যেমন- জোজোবা, ‘স্টার ফ্লাওয়ার’, ‘মিল্ক থিস্টেল’, প্রিমরোজ এবং আঙুরের দানা থেকে তৈরি ‘ফেইস অয়েল’।

তবে যেগুলো ভারী তেল যেমন- নারিকেল, জলপাই বা অ্যাভোকাডো’র তেল মুখে মাখা উচিত না। এগুলো ত্বকের লোমকূপ বন্ধ করে ব্রণ সৃষ্টি করার জন্য দায়ী।

ধারণা: ‘ক্লে মাস্ক’ অনেকক্ষণ ব্যবহার করা উপকারী

অনেকেই মুখে ‘ক্লে মাস্ক’ ব্যবহার করে তা সম্পূর্ণ শুকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। তবে এই ধরনের মাস্ক হালকা ভেজা থাকতেই তুলে ফেললে ভালো কাজ করে।

সৌন্দর্য-বিষয়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ফ্লোরিডা-অ্যাকাডেমি, তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানায়, তৈলাক্ত ত্বকের জন্য ‘ক্লে মাস্ক’ উপকারী। তবে ১৫ মিনিটের বেশি মেখে রাখা যাবে না। আর সপ্তাহে তিনদিনের বেশি ব্যবহার করা উচিত নয়। আর সবচেয়ে বেশি কার্যকর হয় যদি সম্পূর্ণ শুকানোর আগেই তুলে ফেলা হয়।

তাই মনে রাখতে হবে, মাস্ক ব্যবহারের ক্ষেত্রে সময়সীমা নির্ধারণ করা জরুরী।

গরমে ত্বক ভালো রাখতে প্রচুর পানি পান করার পাশাপাশি ত্বক পরিষ্কার রাখতে হবে। ত্বকের ক্ষয় থেকে বাঁচতে সঠিক প্রসাধনী ব্যবহার করা উচিত। এছাড়াও, ত্বকের গুরুতর সমস্যা দেখা দিলে অবশ্যই বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে।

জলে গুলে খেলেই সংক্রমণ-মুক্ত

করোনা মহামারির দ্বিতীয় তরঙ্গ সুনামি হয়ে আছড়ে পড়েছে ভারতে। বর্তমানে দৈনিক নতুন সংক্রমণের সংখ্যাটা ৪ লক্ষেরও বেশি হচ্ছে, আর মৃত্যুর সংখা ৪ হাজারেরও বেশি। এই অবস্থায়, করোনা মোকাবিলায় ভারতের হাতে এল এক নতুন ও কার্যকর অস্ত্র। প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা বা ডিআরডিও র তৈরি কোভিড-১৯ চিকিতার একটি ওষুধকে, শনিবার জরুরিভিত্তিতে ব্যবহারের জন্য অনুমোদন দিল দেশের শীর্ষ ওষুধ নিয়ন্ত্রক সংস্থা ডিজিসিআই ।

এই ওষুধটি গুঁড়ো আকারে তৈরি করা হয়েছে। সেই গুঁড়ো জলে গুলে নিয়ে মুখে দিয়ে খেতে হবে। ডিআরডিও-র গবেষণাগার এবং হায়দরাবাদের ডা. রেড্ডিজ ল্যাবরেটরিজ-এর যৌথ গবেষণায় এই ওষুধটি বিকশিত হয়েছে। এর নাম দেওয়া হয়েছে ২-ডিঅক্সি-ডি-গ্লুকোজ বা সংক্ষেপে টু-ডিজি। এটি খেলে কোভিড একেবারে সেড়ে যাবে তা না হলেও, এই ওষুধের ক্লিনিকাল পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, এই ওষুধে থাকা একটি অণু হাসপাতালে ভর্তি থাকা কোভিড রোগীদের দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠতে সহায়তা করে। শুধু তাই নয়, ডিজিসিআই জানিয়েছে, তারা পরীক্ষা করে দেখেছে যে, রোগীদের অক্সিজেন নির্ভরতাও কমায় এই ওষুধটি।

কোভিড মহামারির প্রথম তরঙ্গ চলার সময়, হায়দরাববাদের সেন্টার ফর সেলুলার অ্যান্ড মলিকুলার বায়োলজি বা সিসিএমবি সহায়তায় নতুন করোনাভাইরাসটির প্রতিষেধক তৈরির লক্ষ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন। ২০২০ সালের এপ্রিল মাসেই তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন ২-ডিজি”র মধ্যে থাকা বিশেষ অণুটি মানবদেহে সার্স-কোভ-২ ভাইরাসের সংখ্যা বৃদ্ধিতে বাধা দেয়। তাই এটি এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে। সেই গবেষণার ফলাফলের উপর ভিত্তি করেই ডিসিজিআই এবং সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্টোল অর্গানাইজেশন বা সিডিএসসিও গত বছরের মে মাসে কোভিড -১৯ রোগীদের উপর ২-ডিজি-র দ্বিতীয় পর্যায়ে ক্লিনিকাল পরীক্ষার অনুমতি দিয়েছিল।

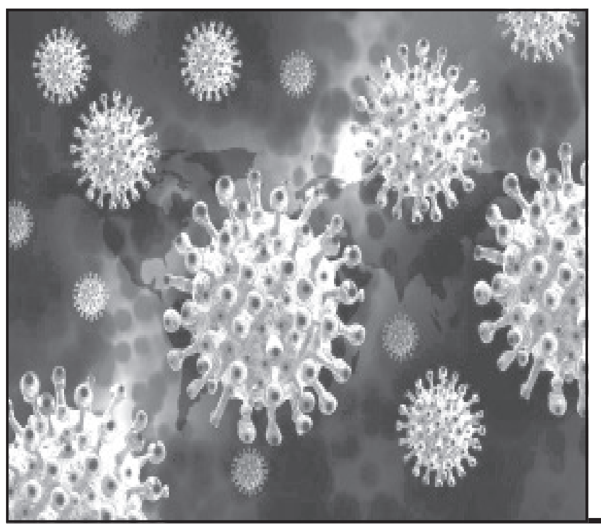

২০২০ সালের মে এবং অক্টোবরের মধ্যে এই ওষুধটির দ্বিতীয় ধাপের পরীক্ষা হয়। এই পর্যায়ে ১১০ জন রোগীর উপর পরীক্ষা করা হয়েছিল। সেই সময় এই ওষুধটি মানব দেহে প্রয়োগের পক্ষে নিরাপদ বলে প্রমাণিত হয়েছিল। পরীক্ষাধীন রোগীদের সুস্থ হওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা গিয়েছিল। তৃতীয় ধাপের পরীক্ষাগুলি হয় ছয়টি হাসপাতালে। আর ”ডোজ রেঞ্জিং”, অর্থাতরোগ সারাতে ঠিক কত পরিমাণ ডোজ প্রয়োগ করা দরকার এবং কতটা ডোজ সুরক্ষিত, তা যাচাই-এর জন্য ১১টি হাসপাতালে পরীক্ষা চালানো হয়েছে।

ডাক্তার কেন মুখ লুকাবে?

সেদিন সকালে একজন পরিচিত ডাক্তারের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হচ্ছিল, যিনি এই করোনাকালে সামনের সারি থেকে রোগীদের সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। কথা শুনে বোঝাই যাচ্ছিল তিনি খুবই আপসেট হয়ে আছেন। অনেকক্ষণ আলাপের পর তিনি এর কারণ জানালেন। তাঁর করোনা টেস্ট পজিটিভ এসেছে। তাঁর পরিবারের বাইরে প্রতিবেশী কাউকে জানাননি তাঁর আক্রান্ত হওয়ার কথা। তিনি একা একটি ঘরে আইসোলেশনে আছেন। ঘরের বাতি নিভিয়ে রাখেন, ফিসফিস করে ফোনে কথা বলেন যেন তাঁর ছোট ছোট ছেলেমেয়ে দুটি টের না পায় যে তাঁদের বাবা বাসায় আছে। টের পেলে তাঁদের কাছে আসা থেকে আটকে রাখা অনেক কষ্টের হবে। আলাপের শেষে তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন, আমি যেন কাউকে এই সংবাদটি না জানাই। না জানানোর কারণটিও বললেন আমাকে। সামাজিকভাবে হেনস্তা হওয়ার ভয়। পত্রিকার খবর বলছে, নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় একজন ডাক্তার তাঁর পরিবারের ১৭ জন সদস্যসহ করোনা পজিটিভ হওয়ায় এলাকার লোকজন বাড়িতে ঢিল ছুড়েছে এবং বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

আমি ভাবতে বসেছি, করোনায় আক্রান্ত ডাক্তার কেন মুখ লুকাবেন!

১. বারবার ঘরে থাকতে বলার পরেও যিনি অকারণে বাইরে গিয়েছেন, মসজিদে নামাজ পড়ার জন্য ছুটে গিয়েছেন, জানাজায় শামিল হয়েছেন, বাজারের ভিড়-জনসমাগমে গিয়ে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন এবং সর্বোপরি রোগের উপসর্গ লুকিয়ে, তথ্য গোপন করে ডাক্তারকে ঝুঁকিতে ফেলেছেন, তাঁর উচিত লজ্জায় মুখ ঢাকা।

২. নিজেরা সুরক্ষিত স্থানে বসে থেকে সরকারি যে কর্তৃপক্ষ, যে প্রতিষ্ঠান মানহীন মাস্ক সরবরাহ করেছে; ফটোসেশন করার জন্য, সংবাদমাধ্যমে কাভারেজ পাওয়ার জন্য যেসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান রেইনকোট কোয়ালিটির পিপিই সরবরাহ করে ডাক্তারদের মিথ্যা নিরাপত্তা দিয়ে করোনার মুখে ঠেলে দিয়েছেন, তাঁদের উচিত লজ্জায় মুখ ঢাকা।

৩. যেসব কি-বোর্ড যোদ্ধা ‘পিপিই’---এর দরকার কী?’ ‘পিপিই আর কিছু না, ডাক্তারদের কাজ না করার বাহানা’ বলে বলে ডাক্তারদের ওপর সামাজিক চাপ তৈরি করেছেন সুরক্ষা ছাড়াই সেবা দিয়ে যেতে এবং আক্রান্ত হতে, তাঁদেরই তো উচিত লজ্জিত হওয়া।

৪. চিকিৎসকেরা যখন পিপিইর অভাবে চরম ঝুঁকি নিয়ে রোগী দেখছেন, তখন যাঁরা ক্ষমতার জোরে পিপিইগুলো অপ্রয়োজনীয়ভাবে পরে ফটোসেশন করেছেন, তাঁদের উচিত মুখ লুকানো।

৫. দায়িত্বপূর্ণ চেয়ারে বসে থাকে যাঁরা আশ্বস্ত করার নামে বারবার ‘প্রস্তুত আছি’ রেকর্ড বাজিয়ে গেছেন, গ্যারান্টি দিয়ে বলেছেন করোনা কখনো বাংলাদেশে আসবে না, বেশি তাপমাত্রায় করোনা বাঁচে না, যাঁদের দেওয়া ভুল তথ্য চিকিৎসা দেওয়া ডাক্তারদের সতর্ক হওয়া থেকে বিরত রেখেছে, তাঁদের উচিত মুখ লুকানো।

৬. যে হাসপাতাল প্রশাসন কোভিড রোগীকে আলাদা করার জন্য হাসপাতালে ট্রিয়াজ তৈরিতে ব্যর্থ হয়েছে এবং মাধ্যমে কর্মরত অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীর পাশাপাশি ডাক্তারকে অপ্রস্তুত অবস্থায় রোগীদের সামনে ফেলেছেন, সেই হাসপাতাল প্রশাসনের উচিত লজ্জিত হওয়া।

৭. করোনা ঠেকাতে ‘টেস্ট টেস্ট টেস্ট’—এর যেখানে বিকল্প নেই, সেখানে টেস্ট করার সুযোগ সারা দেশে ছড়িয়ে না দিয়ে একটি প্রতিষ্ঠানের কাছে আটকে রাখার আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত যাঁরা নিয়েছিলেন, লজ্জিত হওয়ার কথা তাঁদের।

৮. রোগ ছড়ানো বন্ধ করতে সঠিক সময়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কলকারখানা, বিদেশ থেকে আসা ফ্লাইট, যানবাহন চলাচল ইত্যাদি বন্ধ করার সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে যাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন, মুখ লুকানোর কথা তাঁদের।

৯. বিশ্বের কোনো দেশেরই যে রোগ থেকে চিকিৎসার মাধ্যমে লোকজনকে সারিয়ে তোলার সামর্থ্য নেই, সেই কোভিড---১৯---কে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে ঠেকানোর চেষ্টা না করে যেসব নীতিনির্ধারক সমস্ত চাপ সামর্থ্যহীন হাসপাতালের দিকে ঠেলেছেন, ডাক্তারদের শুধু অসহায়ই করে তুলেছেন, তাঁদের উচিত এই সময়ে মুখ লুকানো।

১০. ক্ষমতার কাছাকাছি থাকা যেসব যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ ‘কোয়ারেন্টিন’, ‘আইসোলেশন’, ‘সামাজিক দূরত্ব’---এর মতো দুর্বোধ্য শব্দমালা ব্যবহার করে কোভিড বিষয়ে সাধারণ মানুষকে আরও অপ্রস্তুত, সিদ্ধান্তহীন করেছেন, পরোক্ষভাবে রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছেন এবং প্রকারান্তরে হাসপাতালে চিকিৎসককে চাপে ফেলেছেন, মুখ লুকানোর দলে তো তাঁদের থাকা উচিত। মজার ব্যাপার হচ্ছে, যাঁদের কথা বললাম, তাঁরা কেউই মুখ লুকিয়ে নেই। তাঁরা উচ্চকণ্ঠে চিকিৎসকদের ভুল ধরে বেড়াচ্ছেন, সেজেগুজে নিয়মিত টেলিভিশনে মুখ দেখাচ্ছেন, পত্রিকায় বিবৃতি দিচ্ছেন। লজ্জার লেশমাত্র নেই তাঁদের কারও চেহারায়।

কোভিড---১৯---এ আক্রান্ত ব্যক্তিদের সেবায় সামনের সারিতে থাকা চিকিৎসক, আপনি তো হাসপাতালগুলোয় সীমাহীন লুটপাটের অংশীদার নন। হাসপাতালের অব্যবস্থাপনার দায় কোনোভাবেই আপনার ঘাড়ে পড়ে না। কোভিড—১৯ রোগীর সেবা দিতে গিয়ে আক্রান্ত হলে আপনি কেন মুখ লুকাবেন?

২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনা আক্রান্ত হলেন ৪২,৭৬৬ জন, মৃত্যু ৩০৮ জনের

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স) : গত ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলেন ৪২ হাজার ৭৬৬ জন। একই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৩০৮ জনের। ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৩৬ হাজার ৩৮৫ জন। দেশে ২৪ ঘণ্টায় মোট সংক্রমণের মধ্যে কেরলেরই আক্রান্ত হয়েছেন প্রায় ৩০ হাজার। মৃত্যু হয়েছে ১৪২ জনের।

রবিবার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনুসারে, দেশে বর্তমানে চিকিতসা চলছে ৪ লাখ ১০ হাজার ৪৮ জনের। দেশে সুস্থতার হার বর্তমানে ৯৭.৪২ শতাংশ। স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, গতকাল পর্যন্ত দেশে মোট ৬৮ কোটি ৪৬ লাখ ৬৯ হাজার ৫২১ ডোজ কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে গতকালই দেওয়া হয়েছে প্রায় ৭২ হাজার টিকা। এদিন ফের দেশের মোট আক্রান্তের এই সংখ্যার প্রায় ৭০ শতাংশের বেশি কেরলের। সেরাজ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ২৯ হাজার ৬৮২ জন। সেরাজ্যে সাপ্তাহিক কারফিউ জারি থাকা সত্ত্বেও সংখ্যাটা উদ্বেগজনক। গত ২৪ ঘণ্টায় কেরলে মৃত্যু হয়েছে ১৪২ জনের। অর্থাৎ মোট মৃত্যুর অর্ধেকের কাছাকাছি কেরলেরই। ঈশ্বরের আপন দেশের এই করোনা গ্রাফ তৃতীয় ঢেউয়ের আশঙ্কা আরও বাড়াচ্ছে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রকের রিপোর্ট আপাতত দেশের চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা ৪ লক্ষ ১০ হাজার ৪৮ জন। যা আগের দিনের থেকে প্রায় হাজার পাঁচেক বেশি। এখনও পর্যন্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৩ কোটি ২১ লক্ষের বেশি মানুষ। এর মধ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন প্রায় ৩৯ হাজার মানুষ। ইতিমধ্যেই দেশে করোনা টিকা পেয়েছেন ৬৮ কোটি ৪৬ লক্ষ মানুষ।

শিক্ষক দিবসে রাজ্য পুরস্কারে ভূষিত কাছাড়ের জয়ন্তকুমার দাস

গুয়াহাটি, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আজ শিক্ষক দিবসে অসম রাজ্য পুরস্কারে ভূষিত হলেন কাছাড় জেলার উধারবন্দ শিক্ষা খণ্ডের চৈতন্য এমই স্কুলের বিজ্ঞান শিক্ষক জয়ন্ত কুমার দাস। ২০২১ সালের রাজ্য পুরস্কারের তালিকায় কাছাড় জেলা থেকে একমাত্র জয়ন্ত কুমার দাস মনোনীত হয়েছেন। প্রাথমিক শিক্ষা অধিকর্তা বিজয়া চৌধুরীর আমন্ত্রণে আজ রবিবার গুয়াহাটির পাঞ্জাবাড়িতে অবস্থিত শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রের আন্তর্জাতিক মিলনায়তনে শিক্ষা দফতর আয়োজিত কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে জয়ন্ত কুমার দাসের হাতে রাজ্য পুরস্কার তুলে দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. রণোজ পেগু। পুরস্কার সামগ্রী হিসেবে শংসাপত্র, উত্তরীয়, শাল ও নগদ অর্থের চেক তুলে দেন শিক্ষামন্ত্রী।

উল্লেখ্য, ১৯৯২ সালের ১ জানুয়ারি থেকে বিজ্ঞান শিক্ষক হিসেবে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে নিরলসভাবে শিক্ষাদান করে আসছেন জয়ন্ত কুমার দাস। স্কুলে শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার পাশাপাশি বিজ্ঞান বিষয়ের ওপর বিশেষ আলোকপাত করে জয়ন্ত দাসের একাধিক প্রবন্ধ, কবিতা ও গবেষণালব্ধ লেখনি প্রকাশ হয়েছে। এছাড়া বিজ্ঞান শিক্ষার বিশেষ প্রদর্শন অর্থাৎ 'অ্যা হ্যান্ডবুক অব সায়েন্স এগজিবিশন', শীর্ষক বই লিখে ব্যাপক সুনাম অর্জন করেছেন জয়ন্ত কুমার দাস। প্রাথমিক শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে জয়ন্ত দাসের বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে অসম সরকার প্রদত্ত রাজ্য পুরস্কারের জন্য দারুণ অভিভূত তিনি। শিক্ষা বিভাগের মর্যাদাসম্পন্ন এই পুরস্কার প্রাপ্তিতে জয়ন্ত দাস শিক্ষামন্ত্রী ডা. রণোজ পেগু, বিভাগীয় অধিকর্তা বিজয়া চৌধুরী, কাছাড় জেলা প্রাথমিক শিক্ষাধিকারিক সুমিত্রা দেব, উধারবন্দ খণ্ড প্রাথমিক শিক্ষাধিকারিক জয়ন্তী পাল, চৈতন্য এমই স্কুলের অভিভাবক সহ প্রত্যেক অনুরাগীদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। এছাড়া এই পুরস্কার প্রাপ্তি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের অশেষ ভালোবাসার ফলশ্রুতি বলে মনে করেন শিক্ষক দাস।

এদিকে শিক্ষক জয়ন্ত কুমার দাসকে রাজ্য পুরস্কার প্রদানের জন্য তাঁকে বিভিন্ন মহল থেকে উষ্ণ অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানানো হচ্ছে। অন্যদিকে করিমগঞ্জ জেলার ৬৮৯ বাশখালটিলা হিন্দি এলপি স্কুলের প্রধানশিক্ষক বিকাশ রঞ্জন কালোয়ার একইভাবে রাজ্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

কোভিড: ভারতসহ যে পাঁচটি দেশ বাংলাদেশের উপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা শিথিল করছে

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স) : অনেক দেশ ভ্রমণের উপর কড়াকড়ি শিথিল করার কথা জানিয়েছে। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর রবিবার থেকে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বিমান যোগাযোগ চালু হয়েছে। রবিবারই প্রথমবারের মত বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইট ঢাকা থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে উড়ে গেছে। করোনাভাইরাস মহামারির কারণে বাংলাদেশের উপর অনেক দেশ ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা দিলেও সম্প্রতি বেশ কয়েকটি দেশ সেই অবস্থান থেকে সরে এসেছে। এর মধ্যে কয়েকটি দেশ নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে এবং অনেকে আবার ভ্রমণের উপর কড়াকড়ি শিথিল করার কথা জানিয়েছে।

১. ভারত

এয়ার বাবল চুক্তির ভিত্তিতে রবিবার থেকে ঢাকা-কলকাতা রুটে রবিবার বিমান চলাচল শুরু হলেও ঢাকা-দিল্লি রুটে বিমান চালু হবে ৮ই সেপ্টেম্বর থেকে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ছাড়াও বাংলাদেশের বেসরকারি উড়োজাহাজ পরিচালনাকারী সংস্থাগুলো ভারতের বিভিন্ন গন্তব্যে তাদের ফ্লাইট শিডিউল ঘোষণা করেছে। এছাড়া বাংলাদেশসহ অন্য দেশগুলোর জন্যও পর্যটন ছাড়া অন্য সব ভিসা চালু করেছে ভারত।তবে ভারতে ভ্রমণ করতে হলেও কোভিড টেস্ট এবং টিকা দেয়ার প্রমাণপত্র দরকার হবে।

২. তুরস্ক

শনিবার থেকে বাংলাদেশিদের জন্য তুরস্কের সাথে বাংলাদেশের বিমান চলাচল আবার চালু হওয়ার কথা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে ঢাকাস্থ তুর্কী দূতাবাস।তবে তুরস্কে যেতে হলে পৌঁছানো পর্যন্ত তিন দিন বা ৭২ ঘণ্টার মধ্যে কোভিডের পিসিআর এর নেগেটিভ টেস্টের প্রমাণপত্র দেখাতে হবে।বাংলাদেশ থেকে যারা তুরস্কে যেতে চায় বা যারা ১৪ দিন ধরে বাংলাদেশে রয়েছে এবং তুরস্কে যেতে চায় তাদের যদি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা তুরস্ক সরকারের অনুমোদিত টিকার দুটি ডোজই সম্পন্ন হয়ে থাকে তাহলে কোয়ারেন্টিন করতে হবে না, বলা হয়েছে তুর্কী দূতাবাসের বিজ্ঞপ্তিতে।এসব টিকার মধ্যে রয়েছে, সিনোভ্যাক, বায়োএনটেক, অ্যাস্ট্রাজেনেকা, মডার্না, সিনোফার্মের টিকার দুটি করে ডোজ। তবে জনসন এন্ড জনসনের টিকার এক ডোজ নেয়ার পর যদি ১৪ দিন পার হয় তাহলে তুরস্কে গিয়ে কোয়ারেন্টিনে থাকতে হবে না।টিকা দেয়া না থাকলে তুরস্কে পৌঁছানোর পর সেখানকার আবাসেই কোয়ারেন্টিন করতে হবে।টিকা দেয়া না থাকলে তুরস্কে পৌঁছানোর পর সেখানকার আবাসেই কোয়ারেন্টিন করতে হবে। দশম দিনে পিসিআর টেস্ট করাতে হবে। ফলাফল নেগেটিভ এলে কোয়ারেন্টিন তুলে নেয়া হবে।১২ বছরের কম বয়সীদের পিসিআর টেস্ট কিংবা টিকা নেয়ার সার্টিফিকেট দেখাতে হবে না।ফ্লাইট ক্রু, ট্রাক ড্রাইভার বা জরুরি কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিরা এই নিষেধাজ্ঞার বাইরে থাকবে।

৩. অস্ট্রেলিয়া

অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশিদের জরুরি ভিত্তিতে এবং সীমিত আকারে ভ্রমণের অনুমতি দেয়া হয়েছে। তবে তার জন্য বেশ কিছু নিয়মকানুন অনুসরণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে ঢাকাতে থাকা দেশটির হাই কমিশনের ওয়েবসাইটে।এতে বলা হয়েছে, অস্ট্রেলিয়ায় যেতে অবশ্যই কোভিড-১৯ নেগেটিভ সার্টিফিকেট দেখাতে হবে।বিমানে ওঠার আগে ৭২ ঘণ্টা বা তার কম সময়ের মধ্যে করা কোভিড টেস্টের নেগেটিভ সার্টিফিকেট দেখাতে হবে।অন্য কোন দেশে ট্রানজিট নিলে সে দেশের নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে।এছাড়া কোভিড নেগেটিভ সার্টিফিকেট থাকলেও অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছানোর পর সরকারের অনুমোদিত নির্ধারিত ব্যবস্থাপনায় বাধ্যতামূলক ১৪ দিনের কোয়ারেন্টিনে থাকতে হবে।

৪. ওমান

টাইমস অব ওমানসহ দেশটির স্থানীয় বেশ কয়েকটি গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়, ১লা সেপ্টেম্বর থেকে বাংলাদেশসহ বেশ কয়েকটি দেশের উপর থেকে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে ওমান। গালফ নিউজের প্রতিবেদন বলা হয়, বাংলাদেশ ছাড়াও এ তালিকায় আরো রয়েছে ভারত, পাকিস্তান, ফিলিপিন্স, তানজানিয়া, সুদান, ব্রাজিল, সিয়েরা লিওন, যুক্তরাজ্য, লেবাননসহ মোট ২৪টি দেশ। ওমানের বেসরকারি বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে এসব সংবাদ মাধ্যমে বলা হয়, সব ওমানি নাগরিক, বাসিন্দা, ভিসা রয়েছে এমন ব্যক্তি বা যারা ওমানে গিয়ে অন অ্যারাইভাল ভিসা পাবেন, তারা সবাই ১লা সেপ্টেম্বর থেকে ওমানে প্রবেশ করতে পারবেন। তবে সেসময় তাদেরকে কোভিড-১৯ এর কারণে জারি করা সব নির্দেশনা মানতে হবে। ওমানে পৌঁছানোর পর সেখানে কোভিড-১৯ এর দুই ডোজ টিকা নেয়ার কিউআর কোড সম্বলিত সার্টিফিকেট দেখাতে হবে। তবে দ্বিতীয় ডোজ টিকা নেয়ার পর অবশ্যই ১৪ দিন পার হতে হবে। এছাড়া কোভিড এর পিসিআর টেস্টের নেগেটিভ সার্টিফিকেট থাকলে তাদেরকে কোয়ারেন্টিন করতে হবে না। তবে দীর্ঘ ফ্লাইটের ক্ষেত্রে ওমানের পৌঁছানো পর্যন্ত ৯৬ ঘণ্টার মধ্যে কোভিড টেস্ট করাতে হবে। আর ৮ ঘণ্টার কম দীর্ঘ ফ্লাইট হলে অন্তত ৭২ ঘণ্টার মধ্যে টেস্ট করাতে হবে। যাদের কোভিড-১৯ এর পিসিআর টেস্টের নেগেটিভ সার্টিফিকেট থাকবে না, পৌঁছানোর পর তাদেরকে বাধ্যতামূলক কোয়ারেন্টিনে থাকতে হবে। কোভিড পজিটিভ আসলে তাকে অন্তত ১০ দিনের আইসোলেশনে থাকতে হবে। ওমানে পৌঁছানোর পর পিসিআর টেস্ট করালে তার খরচ ওই ব্যক্তিকেই বহন করতে হবে। তবে ১৮ বছরের কম বয়স হলে তাদের ক্ষেত্রে এই নির্দেশনা প্রযোজ্য হবে না।

৫. সংযুক্ত আরব আমিরাত

বাংলাদেশ থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাতে ভ্রমণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ থেকে যাওয়ার জন্য সব ধরণের ভিসা খুলে দেয়া হয়েছে। তবে এর জন্য কিছু শর্ত বেধে দেয়া হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে, দুই ডোজ টিকা নেয়া থাকতে হবে। ফ্লাইট ছেড়ে যাওয়ার অন্তত ৬ ঘণ্টা আগে বিমানবন্দরেই পিসিআর টেস্ট করাতে হবে। তবে বিমানবন্দরে পিসিআর টেস্ট করানোর কোন ব্যবস্থা না থাকায় শর্ত পূরণ করে সংযুক্ত আরব আমিরাতে কোন বাংলাদেশি যেতে পারবেন না। যুক্তরাজ্য বাংলাদেশের উপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা আগেই তুলে নিয়েছে। তবে তারা বাংলাদেশকে এখনো লাল তালিকায় রেখেছে। অর্থাত বাংলাদেশ থেকে কেউ যুক্তরাজ্যে গেলে তাকে নিজ খরচে ব্রিটিশ সরকারের তালিকাভুক্ত হোটেলে কোয়ারেন্টিনে থাকতে হবে।

রান ফর ফিট আগরতলায় অনুষ্ঠিত হয়েছে রবিবার। ছবি ঃ নিজস্ব

দলত্যাগী নেতাদের ফেরাতে "ধীরে চলো" নীতি তৃণমূলের

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : আপাতত ধীরে চলো নীতিই নিয়েছে তৃণমূল। বিশেষ করে দলবদলু নেতাদের ফের দলে ফিরেয়ে আনার ক্ষেত্রে। সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ থেকে এমনটাই অনুমান রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের। বিপুল সংখাগরিষ্ঠতায় জিতে তৃতীয়বার রাজ্যের ক্ষমতায় এসেছে তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু একুশের নির্বাচনের আগে ব্যাপারটা এত সহজ ছিল না শাসকদলের কাছে। বিজেপির বাড়বাড়ন্ত এবং স্বপ্নের ফেরিতে আকৃষ্ট হয়ে শাসকদলের বহু নেতা-নেত্রী ভোটের আগে পদ্ম শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন। ২০১৯ লোকসভা ভোটের পর থেকে ২০২১-এর বিধানসভা ভোটের আগে পর্যন্ত রোজই কেউ না কেউ বিজেপির পতাকা হাতে তুলে নিয়েছিলেন। এর পরেও সাফল্য আটকায়নি তৃণমূলের। অপরদিকে দলত্যাগী নেতাদের অনেকেই বিজেপিতে গিয়ে স্বস্তিতে নেই।এই কথাটা কেউ সরাসরি আবার কেউ কেউ হাবেভাবে বুঝিয়েছেন। একুশের বিধানসভায় বিজেপির টিকিট পেয়েও দলত্যাগীদের একাংশ ভোটে জিততে পারেননি। তাঁদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব কার্যত সঙ্কটে। ফলে বেশিরভাগ রাজনৈতিক শিবির পরিবর্তন নেতাই এখন তৃণমূলে ফিরতে বার্তা দিচ্ছেন শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে। বিভিন্ন সময়ে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যাওয়া চার বিজেপি বিধায়ককে ইতিমধ্যেই দলে ফিরিয়েছে তৃণমূল। যারা বিজেপিতে যোগ দিয়ে বিধানসভা ভোটে জিতে বিধায়ক হয়েছিলেন। কিন্তু "দমবন্ধ" পরিবেশের দাবি তুলে তাঁরাই তৃণমূলেই ফিরে এলেন। এই দলে প্রথমে মুকুল রায়, যিনি কৃষ্ণনগর উত্তরের বিজেপি বিধায়ক। পরবর্তী সময়ে তৃণমূলে ফিরেছেন বিষ্ণুপুরের বিজেপি বিধায়ক তন্ময় ঘোষ, বাগদার বিজেপি বিধায়ক বিশ্বজিত দাস এবং সব শেষে কালিয়াগঞ্জের বিজেপি বিধায়ক সৌমেন রায়। তৃণমূল সূত্রের খবর, প্রতেককেই নেত্রীর নির্দেশে দলে ফেরানো হয়েছে। বাকিদের ফেরাতে মমতা বন্দোপাধায়ের নির্দেশের অপেক্ষায় দল। একুশের ভোটে বিপুল জয়ের পর তৃণমূল নেত্রী নিজেই বার্তা দিয়েছিলেন দলত্যাগীদের একাংশকে ফেরাতে তাঁর কোনও আপত্তি নেই। নেত্রীর বার্তা পেয়েই বিজেপিতে যোগ দেওয়া নেতারা ফের শাসকদলের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করে দিয়েছেন বলেই জানা যাচ্ছে। বিধানসভা ভোটে জেতার পর থেকেই তৃণমূল নেতারা ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন, বহু বিজেপি বিধায়ক তৃণমূলে ফিরতে আগ্রহী। দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ প্রকাশেই দাবি করে আসছেন, বিজেপি যোগ দেওয়া বহু নেতা-বিধায়ক ফের তৃণমূলে ফিরতে চেয়ে যোগাযোগ করছেন। সময় ও সুযোগ বুঝে তাঁদের দলে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। রাজনৈতিক মহলের অভিমত, এই বিষয়ে তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব ধীরে চলো নীতিই অবলম্বন করছেন। কারণ ওই নেতারা কঠিন সময়ে দলত্যাগ করেছিলেন। ফলে স্থানীয় স্তরে বিপদে পড়েছিলেন তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা। দলত্যাগী নেতাদের বিরুদ্ধে স্থানীয়ভাবে ক্ষোভও তৈরি হয়েছে বহু এলাকায়। তবুও লড়াই করে স্থানীয় নেতা-কর্মীরা ভোটে ভালো সাফল্য এনে দিয়েছেন তৃণমূলকে। ফলে তাঁদের মতামতের গুরুত্ব দিচ্ছে দল। অর্থাত জনপ্রতিনিধি হওয়ার সুযোগ যাঁদের নেই, বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলে তাঁদের ভূমিকা কী হবে, তা নিয়েই মূলত আলোচনা চলছে শাসকদলের অন্দরে। অপরদিকে, বিধানসভায় বিজেপির পরিষদীয় দলকে বিপদে ফেলার কৌশল নিয়েছে তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব। তাই প্রথমে বিধয়কদেরই ধাপে ধাপে ফেরানো হচ্ছে দলে। যাতে বিধানসভায় বিধায়ক সংখা কমে চাপে পড়ে বিজেপি। নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর বিজেপির বিধায়ক সংখা ছিল ৭৭, এখন সেটা কমে হয়েছে ৭১ জন। তৃণমূলের দাবি, আগামীদিনে আরও বিজেপি বিধায়ক তৃণমূলের ছত্রছায়ায় আসতে চলেছেন। ফলে পরিষদীয় দল ক্রমশ ছোট হয়ে পড়বে বিজেপির। কিন্তু যারা বিজেপিতে যোগ দিয়ে ভোটে জিততে পারেননি তাঁদের ফেরানোর সিদ্ধান্ত এখনও বিচারাধীন বলেই তৃণমূল সূত্রে খবর।

শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ এর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন পর্যটন মন্ত্রী প্রণজিত সিংহ রায়। ছবি ঃ নিজস্ব

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

আজাদি কা অমৃত মহোৎসব উপলক্ষে আগরতলায় 'ফিট ইণ্ডিয়া ফ্রিডম রান'

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর।। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া কার্যালয়ের উদ্যোগে আজ সকালে উমাকান্ত একাডেমি প্রাঙ্গণ থেকে আজাদি কা অমৃত মহোৎসব উপলক্ষে 'ফিট ইণ্ডিয়া ফ্রিডম রান' অনুষ্ঠিত হয়। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী পতাকা নেড়ে ফিট ইণ্ডিয়া ফ্রিডম রানের সূচনা করে বলেন, স্বাধীনতার ৭৫ বর্ষ উদযাপনকে সামনে রেখে এ ধরনের উদ্যোগ রাজ্যের জেলা ও মহকুমা স্তরে ছড়িয়ে দিতে হবে। এ ধরনের দৌড় যুবক যুবতীদের খেলাধুলায় আগ্রহী করে তুলতে ও দেশাত্ববোধের চেতনায় জাগ্রত করবে। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী ফিট ইণ্ডিয়া ভাবনাকে একটি আন্দোলনে রূপ দেওয়ার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অন্তরা সরকার দেব, ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডা. মানিক সাহা, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সুবিকাশ দেববর্মা, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের যুগ্ম সচিব অপু রায়, দপ্তরের অন্যান্য ক্রীড়া আধিকারিকগণ, প্রাক্তন ক্রীড়াবিদ, প্রাক্তন কোচ প্রমুখ। ফিট ইণ্ডিয়া ফ্রিডম রানে পুরুষদের ৩ কিমি ও মহিলাদের ২ কিমি দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন কোচিং সেন্টার থেকে ৮৭ জন দৌড়বিদ এই দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। পুরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগে প্রথম ৫ জনকে পুরস্কৃত করা হয়। পুরুষদের মধ্যে প্রথম হয়েছেন নবগ্রাম প্লে সেন্টারের আকাশ বর্মন, দ্বিতীয়, ত'তীয়, চতুর্থ ও প'ম হয়েছেন যথাক্রমে অরুন্ধতীনগর কোচিং সেন্টারের প্রদীপ চন্দ্র দাস, রাণীরবাজার প্লে সেন্টারের মোবারক হোসেন, নবগ্রাম প্লে সেন্টারের সানি গোপ ও আনন্দনগর কোচিং সেন্টারের বাচ্চু মিঞা। মেয়েদের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় হয়েছেন কলেজ প্লে সেন্টারের মাম্পি দে ও স্নিগ্ধা চৌধুরী, ত'তীয় ও চতুর্থ হয়েছেন রাণীরবাজার প্লে সেন্টারের লিপিকা দেবনাথ ও আফরোজা আক্তার, প'ম হয়েছেন নবগ্রাম প্লে সেন্টারের পূজা দাস। অতিথিগণ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। প্রত্যেক বিজয়ীকে আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

চা বাগানে পাতা খাঁচায় ধরা পড়ল চিতাবাঘ

বানারহাট, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স) : বানারহাটের চা বাগানে বন দফতরের পাতা খাঁচায় বন্দী হল চিতাবাঘ। শনিবার গভীর রাতে বানারহাটের গেন্দ্রাপাড়া চা বাগানে ছাগলের টোপ দিয়ে পাতা খাঁচায় ধরা পড়ে চিতাবাঘটি। খবর পেয়ে বিন্নাগুড়ি রেঞ্জের বনকর্মীরা এসে পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

উল্লেখ্য, বেশ কিছুদিন ধরেই বাগানটিতে চিতাবাঘের উপদ্রবের খবর পাওয়া যাচ্ছিল। সপ্তাহখানেক আগে বাগানে একটি চিতাবাঘকে ঘোরাঘুরি করতে দেখে ক্যামেরাবন্দী করেছিলেন বাগানের শ্রমিক কল্যাণ আধিকারিক বিশু দাস। তারপরই বাগান কর্তৃপক্ষের অনুরোধে ছাগলের টোপ দিয়ে খাঁচা পাতে বন দফতর। এদিন রাত আনুমানিক সাড়ে এগারোটা নাগাদ বাগানের চৌকিদার দেখতে পান ২০ এবং ২১ নং সেকশনের মাঝে ম্যানেজার বাংলোর কাছাকাছি পাতা খাঁচায় একটি চিতাবাঘ ধরা পড়েছে। খবর পেয়ে বন্যপ্রাণ শাখার বিন্নাগুড়ি রেঞ্জের রেঞ্জার শুভাশিস রায় এবং অনারারি ওয়াইল্ডলাইফ ওয়ার্ডেন সীমা চৌধুরী বনকর্মীদের নিয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এবং পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যান তাঁরা।সীমা চৌধুরী জানান, চিতাবাঘটিকে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য গরুমারায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সেখানে তার স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে।

আফগানিস্তান-পাকিস্তান সীমান্তে আত্মঘাতী বিস্ফোরণ মৃত ৩ পাক আধাসেনা

কাবুল, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স) : রবিবার ফের বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল পাকিস্তান। এদিন সকালে আফগানিস্তান-পাকিস্তান সীমান্ত অঞ্চলে আত্মঘাতী বিস্ফোরণে তিন আধাসেনার মৃত্যু হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই তালিবানশাসিত আফগানিস্তান লাগোয়া এলাকায় এই বিস্ফোরণের জেরে স্বাভাবিকভাবেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

কোয়েত্তা শহরের এ এলাকায় মূলত শিয়া এবং হাজারা সম্প্রদায়ের মানুষরা সবজি বিক্রি করেন।

স্থানীয় সূত্রে খবর, বিস্ফোরকে ঠাসা বাইক নিয়ে কোয়াত্তা শহরে মিলার ঘুন্ডি এলাকায় হাজির হয়। তার পরই নিরাপত্তারক্ষীদের কাছাকাছি এসে বিস্ফোরণ ঘটায়। হামলার টার্গেট ছিল মিলন ঘুন্ডির আধাসেনা। ডেপুটি পুলিশ জেনারেল আজহার আক্রম জানিয়েছেন, বিস্ফোরণে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। জখম হয়েছেন আরও ২০ জন।

প্রসঙ্গত, দিন কয়েক আগে পাকিস্তানের এক বাসে ভয়াবহ বিস্ফোরণে মৃত্যু হয় অন্তত ১৩ জন যাত্রীর। জানা গিয়েছে, আইইডি বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল জঙ্গিরা। আর তার জেরেই ঘটে যায় প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। নিহত ১৩ জনের মধ্যে ৯ জন চিনা ইঞ্জিনিয়ার।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

শিক্ষক দিবসে ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানালেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স) : আজ শিক্ষক দিবস। এই দিনটি আবার দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন-র জন্ম তিথি। তার জন্মতিথি উপলক্ষে দেশ জুড়ে পালিত হয় শিক্ষক দিবস। রবিবার রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ-র জন্মদিনে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানালেন।

এছাড়া এদিন সকালে টুইটে শিক্ষক দিবসে সমগ্র শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অভিনন্দন জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দেশজুড়ে কোভিদ পরিস্থিতির মধ্যেও যেভাবে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা দিয়েছেন তা অভিনন্দন যোগ্য। পাশাপাশি এই দিনটি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের জন্মতিথি। তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি লিখেছেন, দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ-র জন্ম তিথিতে দেশজুড়ে শিক্ষক দিবস পালন করা হয়। তিনি একজন দার্শনিক লেখক এবং দেশের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি ছিলেন। তার জন্মদিনকে স্মরণে করে দেশজুড়ে শিক্ষক দিবস পালিত হয়।

কিষান মোর্চার গোমতী জেলা কমিটির কার্য্যকারিনী বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৫ সেপ্টেম্বর।। আজ কিষান মোর্চার গোমতী জেলা কমিটির কার্য্যকারিনী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।উদয়পুর রাজর্ষি কলাক্ষেত্রের অনুষ্ঠিত হয় বিজেপি কিষান মোর্চার গোমতী জেলা কমিটির কার্য্যকারিনী বৈঠক। কার্য্যকারিনী বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষক ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর, পরিবহন ও পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি গোমতী জেলা সভাপতি অভিষেক দেবরায়, বিজেপি প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক কিশোর বর্মন, প্রদেশ সম্পাদক রতন ঘোষ, কিষান মোর্চার গোমতী জেলা সভাপতি তাপস দাস সহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ,রাজ্য বি জে পি সভাপতি ড: মানিক সাহা সভার শেষ লগ্নে উপস্থিত হয়েছেন। এই কার্য্যকারিনী বৈঠকে কিষান মোর্চার গোমতী জেলা কমিটির নেতৃত্ব ও পদাধিকারীদের উপস্থিতি ছিলো লক্ষ্যণীয়। কারযকারিনী বৈঠকে আগামী দিনের কর্ম পদ্ধতি ও রূপরেখা তৈরি করা হয়।

অল ত্রিপুরা ব্লাইন্ড কমিটির গোমতী ও দক্ষিন জেলা ইউনিটের ষষ্ঠ দ্বি বর্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি,উদয়পুর, ৫ই সেপ্টেম্বর।। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অল ত্রিপুরা ব্লাইন্ড কমিটির গোমতী ও দক্ষিন জেলা ইউনিটের ষষ্ঠ দ্বি বর্ষিক অনুষ্ঠানের উদ্ভোধন করেন কৃষি পরিবহন ও পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়। অল ত্রিপুরা ব্লাইন্ড কমিটির গোমতী ও দক্ষিন জেলা ইউনিট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় উদয়পুর নজরুল গ্রন্থাগারে। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উদয়পুর পুরপরিষদের প্রাক্তন পুরপিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার সহ বিশিষ্ট জনেরা। আজ প্রথমে সমিতির পতাকা উত্তোলন এবং পরবতীর্তে শহীদ বেদীতে মাল্যদান করে অল ত্রিপুরা ব্লাইন্ড কমিটির গোমতী ও দক্ষিন জেলা ইউনিট কমিটির ষষ্ঠ দ্বি বার্ষিক সম্মেলনের উদ্ভোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। এই সম্মেলনে অল ত্রিপুরা ব্লাইন্ড কমিটির গোমতী ও দক্ষিন জেলা ইউনিট কমিটির সদস্যদের উপস্থিতি ছিলো লক্ষ্যণীয়। এই অনুষ্ঠানে প্রতিবন্ধী শিক্ষকদেরকে সংবর্ধনা জানানো হয়। করোনা বিধি মেনে অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়।

গু৯/৫, ১৮:০৩৪ জ্বান্তস্খদ্ব ছথন্দ্বথন চন্তুর্ঠন্দ্খথদ্ম: ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড:সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্ম দিনটিকে জাতীয় শিক্ষক দিবস হিসেবে পালন করা হয়

আজ ৬০ তম জাতীয় শিক্ষক শিক্ষক দিবস উপলক্ষে ৩২ আর. কে. পুর মন্ডলের পক্ষ থেকে উদয়পুর মহকুমা অন্তর্গত কিছু প্রবীণ শিক্ষক ও শিক্ষিকা, এবং সরকারি চাকরি করেন নি কিন্তু দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছেন ও ঐ সকল শিক্ষকদের কাছ থেকে বহু শিক্ষার্থী জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে আজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এ ছাড়া সংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এই শুভ শিক্ষক দিবসের দিনে শ্রদ্ধা জানিয়ে শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান করা হয়। এই মহতি কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন ৩১ আর কে পুর মন্ডল সভাপতি প্রবীর দাস , মন্ডল সাধারণ সম্পাদক দেবাশীষ রায় বর্মন , গোমতী জেলা কমিটির অফিস সেক্রেটারি ত্রিদিব কান্তি দাস , মন্ডল মহিলা মোর্চা সভানেত্রী ভ্রমর সোম , যুব মোর্চার মন্ডল সভাপতি রাকেশের শীল, মন্ডল মাইনরিটি মোর্চা সভাপতি মোঃ রেজাউল হোসেন সহ মন্ডলের বিভিন্ন স্তরের কার্যকর্তাগন।

রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় শিক্ষক দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম/ উদয়পুর, ৫ সেপ্টেম্বর।। রবিবার সকাল ১১টায় বিশালগড় মহকুমা ভিত্তিক ৬০ তম শিক্ষক দিবসের মূল অনুষ্ঠানটি হয় বিশালগড় টাউনহলে। বিশালগড় বিদ্যালয় পরিদর্শক এর উদ্যোগে বিশালগড় মহকুমা ভিত্তিক ৬০ তম শিক্ষক দিবসের প্রদীপ জ্বালিয়ে শুভ সূচনা করেন সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত। ৬০ তম শিক্ষক দিবসে বিশালগড় মহকুমার অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী অঞ্জন পুরকায়স্থ, নবাদল বনিক বিশালগড় রবীন্দ্রনাথ কলেজের অধ্যক্ষ চিত্রা পাল এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সুব্রত সরকার। বিশালগড় বিদ্যালয় পরিদর্শক দীপঙ্কর দাস। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলা শিক্ষা অধিকারী হাবুল লোধ। ৬০তম শিক্ষক দিবসের, ২০২০ সনের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং ২০২১ সালের, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের কে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। আলোচনা করেন ৬০ তম শিক্ষক দিবসের উদ্বোধক সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দও। আলোচনা করতে গিয়ে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ এর জন্মদিন উপলক্ষে রবিবার শিক্ষক দিবস এর তাৎপর্য তিনি তুলে ধরেন। একজন শিক্ষক এবং ডাক্তার সমাজের মূল কারিগর। সমাজে শিক্ষক এবং ডাক্তারদের ভূমিকা অপূরণীয়। আলোচনা করেন বিশালগড় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলেজের অধ্যক্ষা চিত্রা পাল। ৬০ তম শিক্ষক দিবস উপলক্ষে তিনি আলোচনা করতে গিয়ে শিক্ষকদের সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তুলে ধরেন। শিক্ষক সমাজের কারিগর এছাড়া এই শিক্ষক দিবসে বিশালগড় মহকুমার অবসরপ্রাপ্ত ২০২০ এবং ২১জনের শিক্ষকদেরকে সম্মাননা তুলে দেন অতিথিরা। ২০২৯ সালে করোনার কারণে শিক্ষক দিবস উদযাপন করা হয়নি। শিক্ষক দিবসে বিশালগড় মহকুমার শিক্ষকরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। স্থানীয় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা নৃত্য পরিবেশন করেন। এক আনন্দঘন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিশালগড় মহকুমা ভিত্তিক ৬০ তম শিক্ষক দিবসে বিশালগড় মহাকুমা এলাকায় শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ উপস্থিত ছিলেন।

আজ উদয়পুরেও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয় ৬০তম জাতীয় শিক্ষক দিবস।আজ মূল অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় উদয়পুর রাজর্ষি কলা ক্ষেত্রে। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার কৃষক ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর, পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়, উদয়পুর পুরপরিষদের প্রাক্তন পুরপিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার, উদয়পুর মহকুমা বিদ্যালয় পরিদর্শক সোমনাথ চক্রবর্তী, জেলা শিক্ষা আধিকারিক সুবীর মজুমদার, জেলা শিক্ষা দপ্তরের ও এস ডি পঞ্চপদ জমাতিয়া , ও এস ডি -জে ভিক্টর রিয়াং , ডেপুটি আই এস পিনাকী রায়, প্রধান শিক্ষক কাজল দাস, দিলীপ সরকার, সহ অন্যান্য শিক্ষক/শিক্ষিকা বৃন্দ। আজ প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড: সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্ম দিনটিকে কেন জাতীয় শিক্ষক দিবস হিসেবে পালন করা হয় তার বিস্তৃত আলোচনা করেন- ত্রিপুরার কৃষক ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর, পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়, পুরপরিষদের প্রাক্তন পুরপিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার, উদয়পুর বিদ্যালয় পরিদর্শক সোমনাথ চক্রবর্তী, কিরীটি বিক্রম ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক দিলীপ সরকার প্রমুখ।এই অনুষ্ঠানে শিক্ষা দপ্তর পরিচালনা রাজ্য ভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়ে অন লাইন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে উদয়পুর বিবেকানন্দ বিদ্যা পীঠের শ্রীজা ঘোষ ক্রিয়েশন অফ লঘু গ্রুপে প্রথম স্থান অধিকার করায় পুরস্কার বিতরণ করা হয় ।অপরদিকে স্বরচিত কবিতা পাঠে রাজ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করায় কিরিট বিক্রম ইনস্টিটিউশনের রাজদ্বীপ ভৌমিকের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ত্রিপুরার কৃষক ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর, পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায় । সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা আধিকারিক সুবীর মজুমদার ।সভায় কোভিড বিধি মেনেই অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। এছাড়া স্বউদ্যোগে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় শিক্ষক দিবস পালন করা হয় কিরীট বিক্রম ইনস্টিটিউশন, খিলপাড়া চিলড্রেন্সএকাডেমি সমূহে।

অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংবর্ধনা জানালো বিধায়ক। কল্যাণপুর লোটাস কমিউনিটি হলে বিধানসভা ভিত্তিক শিক্ষক দিবস উদযাপিত হলো রবিবার। এদিন হলভর্তি স্থানীয় এলাকার অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষিকাদের উপস্থিতিতে মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়েই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন কল্যাণপুর প্রমোদনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ শিক্ষক নির্মল চৌধুরী, মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ শিক্ষক তথা উদ্যোক্তা কমিটির আহবায়ক কানাই শীল, মধুসুধন দাস প্রমূখ বিজ্ঞজনেরা। শুরুতেই স্বাগত ভাষণ রাখেন সমাজসেবক জীবন দেবনাথ। মহান শিক্ষক দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরেন কানাই শীল, প্রবীন দাস চৌধুরী। ৫ই সেপ্টেম্বর ভারতের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং স্মরণীয় দিন। কারণ এই দিনটিকে শিক্ষক দিবস হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে। ১৮৮৮সালের ৫ই সেপ্টেম্বর ভারতের মাদ্রাজে প্রখ্যাত দার্শনিক, রাজনীতিক, সর্বোপরি সত্যিকারের আর্দশ শিক্ষক ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ জন্মগ্রহন করে ছিলেন। উপস্থিত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকরা আগামী প্রজন্মকে শিক্ষক দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরতে গিয়ে বলেন ১৯৬২সাল থেকে ৫ই সেপ্টেম্বর সরকারি স্বীকৃতিতে শিক্ষক দিবস উদযাপনের মাধ্যমে সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি সম্মান এবং ভালোবাসার প্রদর্শন করা হয়। যেমন একজন মা তার সন্তানকে জন্ম দেয় কিন্তু সত্যিকারের একজন শিক্ষক জীবন দান করেন। কারণ শিক্ষা ছাড়া একটা জীবন মৃতপ্রায়। একটা মোমবাতি যেমন নিজে পোড়ে অন্যকে পথ প্রদর্শন করে ঠিক সেরকম ভাবেই একজন শিক্ষক সারা জীবন তার মেধা প্রজ্ঞার মাধ্যমে অন্যের পথ আলোকিত করেন। শিক্ষকতা পেশা খুব সম্মানিত একটা পেশা। কারণ শিক্ষকরা পৃথিবীর সমস্ত পেশার লোকদেরকে তৈরি করেন। সমাজের মেরুদন্ড হচ্ছে শিক্ষকরা। কারণ শিক্ষকরাই পারেন একটি সমাজকে সঠিক ভাবে পরিচালিত করতে। সমাজের সন্তানদের সঠিক পথে নিয়ে যেতে তাদের সুনাগরিক এবং সঠিক মানুষ হিসেবে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠা করতে। সমাজের সবচেয়ে সেরা মস্তিষ্কের অধিকারী হচ্ছেন শিক্ষকরা। কারণ শিক্ষকরাই তৈরি করেন আগামী ভবিষ্যৎ আগামী দেশ। কিন্তু একদিনের সম্মান এবং ভালোবাসার প্রদর্শনের মাধ্যমে কি সত্যিকারের সম্মান ভালোবাসা প্রদর্শন করা হয় আমাদের শিক্ষকদের প্রতি? কারণ একদিন তাদের সম্মানের জন্য যথেষ্ট নয়। শিক্ষকদের ৩৬৫ দিনই শিক্ষক দিবস হিসেবে সম্মান দেওয়া উচিত। কারণ একজন শিক্ষক তিনি একদিনের জন্য নয় তিনি সারা জীবনের জন্য শিক্ষক। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে স্থানীয় বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী পরীক্ষার্থীর প্রচেষ্টায় ও নিজের উদ্যোগে এলাকার ১৫৩ জন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকাদের হাতে সম্মাননা তুলে দেন।

পুলিশ

● প্রথম পাতার পর

মেবার দেববর্মা এবং তার বৌদির রেশমি দেববর্মা বাড়ি লাগোয়া পার্শবর্তী জঙ্গল থেকে গৃহপালিত গরু আনতে গিয়ে হঠাৎ জঙ্গলে কিছু একটা দেখে ভয়ে এলোপাতাড়ি দৌড়াতে থাকে দুজনেই। পরবর্তী সময়ে মহিলা বাড়িতে ফিরে আসলেও দেবরকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। শেষ পর্যন্ত নিখোঁজ যুবক বাড়িতে ফিরে আসায় গোটা এলাকায় স্বস্তিরভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।

যুবকের

● প্রথম পাতার পর

সেখানে গিয়ে লোকজনকে বিষয়টি জানায়। খবর জেওয়া হয় পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসকে। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে তল্লাসী চালিয়ে বিকাশ কুমার ত্যাগীর মৃতদেহ উদ্ধার করেছে।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা গিয়েছে, এই নিয়ে ওই ঝর্ণায় চৌদ্দজন প্রাণ হারিয়েছেন একইভাবে। স্থানীয় ব্লক প্রশাসনের কাছে এলাকার লোকজন বহুবার দাবী জানিয়েছে যাতে ওই ঝর্ণার বিপদসংকুল জায়গায় রেলিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়ে। কিন্তু, প্রশাসনের তরফ থেকে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। আর তাতেই একের পর এক প্রাণ যাচ্ছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে

● প্রথম পাতার পর

সরকার। যার ফলশ্রুতিতে মানুষের সার্বিক জীবন মান উন্নয়নের পাশাপাশি বেড়েছে গড় আয়। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, জন্মের পরই আপনা আপনি সফলতা আসেনা। এরজন্য প্রয়োজন একটি স্বচ্ছ এবং সঠিক ব্যবস্থাপনা। আর সেই লক্ষ্যেই গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ছাত্রছাত্রীদের স্বনির্ভর ভবিষ্যৎ নির্মানের লক্ষ্যে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে শিক্ষকদের। ইতিবাচক ব্যবস্থাপনা ও মানসিকতাই পারে সুন্দর সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে। অন্ত্যোদয় পরিবারের সন্তানও যেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি তথা বি'নী আব্দুল কালামের মত ব্যাক্তিত্ব হিসেবে নিজেকে তৈরী করতে পারে, শিক্ষায় সেই সুযোগ তৈরিতে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে রাজ্য সরকার। বর্তমানে রাজ্যে স্বনির্ভরতার মানসিকতা গড়ে উঠেছে। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা হাইওয়ে, এ'প্রেস ট্রেন, বিমান পরিষেবার উন্নয়ন রাজ্যের উন্নয়নের গতিকে আরও ত্বরান্বিত করেছে।

স্টার্ট আপ, আইটি হাব, স্পেশাল ইকোনমিক জোন রোজগারের নতুন পথ দেখাচ্ছে। সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাথা তুলে দাড়াচ্ছে ভূমিকম্পন রোধক বহুতল দালান বাড়ি। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন রাজ্যে বসবাসরত মিজোরাম থেকে আসা রিয়াংদের দীর্ঘ প্রতিক্ষিত সমস্যা সমাধানের বিগতদিনে আন্তরিকতার ঘাটতি থাকলেও বর্তমানে ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে তার স্থায়ী সমাধান করা হয়েছে। সম্পতি দিল্লীতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে আলোচনায় রিয়াং শরনার্থীদের স্থায়ী বাসস্থান, অন্ত্যোদয় পরিবারে অন্তভূক্ত করার মাধ্যমে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদানসহ তাদের জীবন মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন। এর থেকেই অনুমান করা যায় বর্তমান সরকার কতটা আন্তরিক ও ইতিবাচক দৃষ্টিসম্পন্ন। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, শিক্ষাদপ্তর সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারি বিভিন্ন পদে নিয়োগ হয়েছে। আরও প্রায় ৪,৯০০ পদে বিভিন্ন দপ্তরের জন্য নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। রাজ্যের মানুষ অনুমান করতে পারছে একটা শুভদিক উন্মোচিত হচ্ছে রাজ্যে। আশার কিরণ দেখতে পারছেন তারা। এরফলে সরকারের প্রতি মানুষের প্রত্যাশা বাড়ছে। শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক্ষেপের জন্য রাজ্যের শিক্ষার মান উন্নত হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে অভিভাবকরাও তাদের ছেলেমেয়েদের সরকারি বিদ্যালয়ে পাঠাতে আগ্রহী হচ্ছেন। একটা অংশের ছাত্রছাত্রীদের গনিত সহ বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা বাড়ানোর লক্ষ্যে নতুন দিশা প্রকল্প হাতে নেওয়া হলেও কোভিড অতিমারীর জন্য সম্পর্ণ লক্ষ্য অর্জনে প্রতিবন্ধকতা তৈরী হয়। কিন্তু আগামী ১৪ নভেম্বরের মধ্যে ১০০ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা পূরণে হলে উপস্থিত শিক্ষকদের শপথ বাক্য পাঠ করান মুখ্যমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানের বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন শিক্ষাক্ষেত্রের উন্নয়নে বর্তমান সরকার একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যার ফলশ্রুতিতে পি জি আই অনুসারে গ্রেড ৫ থেকে ত্রিপুরা বর্তমানে গ্রেড ১ উঠে এসেছে। প্রধানমন্ত্রী মার্গ দর্শনে শিক্ষা তার মর্যাদা ফিরে পাচ্ছে। জাতীয় শিক্ষানীতি ইতিবাচক দিক পরিলক্ষিত হচ্ছে শিক্ষাক্ষেত্রে। শিক্ষকরাই হলেন ছাত্রছাত্রীদের সুনাগরিক হিসেবে তৈরী করার শিল্পী বা কারিগর। ত্রিপুরাকে শিক্ষা সহ সমগ্র ক্ষেত্রে উন্নয়নে নিরিক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রদেশ নির্মানের ক্ষেত্রে কাজ করছে সরকার। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজস্ব মন্ত্রী এন সি দেববর্মা বর্তমান সময়ে শিক্ষাক্ষেত্রে যাদের অবদান রয়েছে তার পাশাপাশি রাজন্য শাসিত ত্রিপুরায় বা ত্রিপুরা পূর্ণ লাভের পর যাদের শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রয়েছে তাদেরকেও সম্মানিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যসচিব কুমার অলক বলেন, নিজেদের 'নের বিকাশ মেলে ধরার ক্ষেত্রে গুরুর অবদান অনস্বিকার্য। কুমুর পাড়ায় মৃত শিল্পীরা যেমন মাটিকে বিভিন্ন পাত্রে রূপদেয়, ঠিক তেমনি শিক্ষকরাও ছাত্রছাত্রীদের সঠিক দিশায় ভবিষ্যৎ নির্মাণের লক্ষ্যে কাজ করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষাদপ্তরের সচিব সৌম্যা গুপ্তা, মধ্য শিক্ষা অধিকার ও বুনিয়াদি শিক্ষা অধিকারে অধিকর্তা চাঁদনী চন্দ্রন, উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা শ্রী এন সি শর্মা, রাজ্য উচ্চ শিক্ষা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রাক্তন উপাচার্য অরুনোদয় সাহা প্রমুখ। এদিনের অনুষ্ঠানে শিক্ষা সমাচার নামক মরনিকার আবরন উন্মচন করেন মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিরা।

মানসিক

● প্রথম পাতার পর

ছিল। তবে, যেদিন ও যুবতী আত্মহত্যা করেছে সেদিন নাকি পান্না দেব বাড়িতেও ছিলেন না। ওই যুবতী আত্মহত্যার পূর্বে একটি সুইসাইড নোট লিখে গিয়েছে। ওই সুইসাইড নোটে পান্না দেব সহ যুবতীর আরও কয়েকজন নিকটাত্মীয়ের নাম উল্লেখ করেছে। যাদের নাম উল্লেখ করেছে তারা নাকি ওই যুবতীকে নানা ভাবা নির্যাতন করেছে।

এদিকে, মৃতার মা জানিয়েছেন, মেয়ে রাজশ্রী যখন অতিমাত্রা পাগলামি করত তখন আত্মীয় স্বজনরা তাকে জোর জবরদস্তি করে ওষুধু খাওয়ানোর চেষ্টা করত। তখন ওই যুবতী চিৎকার করে বলত তাকে নাকি মেরে ফেলে হচ্ছে। এই বিষয়টি বহুবার হয়েছে। এলাকার লোকজন থেকে শুরু করে হাসপাতালের চিকিৎসকরা পর্যন্ত বিতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিল। এই পরিস্থিতিতে ওই যুবতীর সুইসাইড নোটের গুরুত্ব কতটা সেটা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মৃতার মা। যদিও পুলিশ পান্না দেবকে গ্রেপ্তার করেছে। বাকিদের এখনও গ্রেপ্তার করা হয়নি। পান্না দেব সম্প্রতি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। তৃণমূল কংগ্রেস নেতা সুবল ভৌমিকের অভিযোগ বিরোধী দলের নেত্রী পান্না দেবকে মিথ্য মামলায় ফাঁসানো হয়েছে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে।

প্রসঙ্গত, শুক্রবার কাকভোরে ইন্দ্রনগর এলকোয় রাজশ্রী দেব নামে তেত্রিশ বছর বয়সী এক যুবতীর ফাঁসিতে ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পান পরিবারের লোকজন। খবর পেয়ে জিবি ফারি থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায়। পর মৃতদেহ নিকটাত্মীয়দের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এরপর থেকে শুরু হয়েছে তদন্ত। সুইসাইড নোটের সূত্র ধরে গ্রেপ্তার করা হয়েছে পান্না দেবকে।

ভয়ংকর

● প্রথম পাতার পর

একসময়ের প্রভাবশালী নেতা মহেন্দ্র সিং টিকাইতের ছেলে রাকেশ টিকাইতও। তাঁর কথায়, "কেন্দ্র বলেছিল, হাতেগোনা কয়েকজন কৃষক আন্দোলন করছে। এবার ওঁরা দেখুক ঠিক কতজন কৃষক আন্দোলন করছে। আমাদের গলা চড়াতে হবে তবে যদি সাংসদ আমাদের কথা শোনে।" তিনি আরও জানান, "সারা দেশজুড়ে আমাদের আন্দোলন চলবে। দেশকে কিছুতেই বিক্রি হতে দেব না। এদিন কৃষকরা আন্দোলনের তীব্রতা আরও বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়। যে সমস্ত রাজ্যে ভোট রয়েছে সেখানে বিজেপির বিরুদ্ধে তাঁরা প্রচার করবেন বলে জানিয়েছেন।

বৈঠকে কৃষকরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবেন। আগামী বছর উত্তরপ্রদেশে নির্বাচনের আগে যোগী আদিত্যনাথ ও তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে প্রচার চালানো হবে। শুধু উত্তরপ্রদেশ নয়, গোটা দেশ জুড়ে এই রকমের প্রতিবাদের পরিকল্পনা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর দেশ জুড়ে ধর্মঘটের পরিকল্পনা করেছেন কৃষকরা।গত বছর নভেম্বর মাস থেকে কৃষকদের আন্দোলন চলছে। প্রথম থেকেই কৃষকরা তিনটি কৃষি আইন বাতিল করার দাবি করে চলেছেন। সরকারের সঙ্গে একাধিক আলোচনাও হয়েছে, কিন্তু সমাধান সূত্র পাওয়া যায়নি।

যুব কংগ্রেসের

● প্রথম পাতার পর

পশ্চিম জেলা সভাপতি অনির্বাণ সাহা জানান, শনিবার সোনামুড়াতে প্রদেশ যুব কংগ্রেস সভাপতি পুজন বিশ্বাসের উপর কৈলাসশহরের বাসিন্দা রশিদ মিয়া নামে এক ব্যক্তি আক্রমণের প্রচেষ্টা করে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেনি পুলিশ। তাই পুলিশকে জানানো হয়েছে, পুলিশ যাতে আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে তার জন্য দাবি জানানো হয়েছে। নয়তো আগামী ২৪ ঘন্টা পর সারা রাজ্যে উত্তাল আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে জানান সদর জেলা যুব কংগ্রেস সভাপতি অনির্বাণ সাহা। এদিন ডেপুটেশন প্রদানকালে প্রতিনিধি দলে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সহ-সভাপতি প্রসেনজিৎ দাস, লিটন ঘোষ।

াঙ্গন

টোকিও প্যারালিম্পিক্সে পদক জিততে পারল না প্রমোদ ভগত-পলক কোহলি জুটি

টোকিও, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স) : রবিবার টোকিও প্যারালিম্পিক্সে প্যারা-ব্যাডমিন্টনের মিক্সড ডাবলস ইভেন্টের ব্রোঞ্জ পদকের ম্যাচে নেমেছিলেন ভারতের প্রমোদ ভগত-পলক কোহলি জুটি। কিন্তু ভারতের এই দুই তারকা অ্যাথলিট দুর্দান্ত লড়াই করা সত্ত্বেও পদক জিততে পারলেন না। জাপানের জুটি আকিকো সুগিনো এবং দাইসুকে ফুজিহারার কাছে ২-০ ফলে পরাজিত হলেন প্রমোদ এবং পলক। ম্যাচের ফল ২১-২৩, ১৯-২১।

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ের ১২ নম্বর জাপানী জুটির বিরুদ্ধে দুর্দান্ত শুরু করেন প্রমোদ-পালক। একসময় পাঁচ পয়েন্টে লিড করছিলেন তারা। তবে লড়াই ছাড়েননি দাইশুকেরা। পরপর পয়েন্ট তুলে প্রথম সেট ১০-১০ করে ফেলে জাপানী জুটি। প্রমোদরা ১-২ পয়েন্টের লিড পেলেও ম্যাচের নিয়ন্ত্রন নিতে পারছিলেন না। ২০-২০ স্কোরলাইন থেকে স্নায়ুর চাপ সামলে প্রথম সেট দখল করেন জাপানী জুটিই। ২৩-২১ ব্যবধানে জিতে ১-০ এগিয়ে গিয়েছিলেন দাইশুকেরা।

দ্বিতীয় সেটের শুরুতে প্রমোদ-পালক খানিক এগোলেও অল্প সময়ের মধ্যে ৭-৪ লিড নেন দাইশুকেরা। ৬-১০ পিছিয়ে পড়া অবস্থায় ম্যাচে ফিরেছিলেন প্রমোদরা। হাড্ডাহাড্ডি দ্বিতীয় সেটে ১৩-১৩ থেকে দুই পয়েন্টের লিড নেয় জাপানী জুটি। রুদ্ধশ্বাস প্রত্যাবর্তনে ১৯-১৯ করে সমতা রাখবার চেষ্টায় খামতি ছিল না প্রমোদদের। তবে শেষরক্ষা হয়নি। ২১-১৯ দ্বিতীয় সেট জিতে নেন দাইশুকেরা। ভারতের প্যারা অলিম্পিক অভিযান শেষ হলো ১৯টি পদকেই।

”আজীবন ঋণী” আচরেকরকে গুরুপ্রণাম জানালেন সচিন তেন্ডুলকর

মুম্বই, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স) : আজ শিক্ষক দিবসে কিংবদন্তি কোচ-গুরু রমাকান্ত আচরেকরকে শ্রদ্ধা জানালেন সচিন তেন্ডুলকর।

প্রতি বছরের মতো এবারও এই বিশেষ দিনে সচিন তাঁর আচরেকর স্যারকে গুরুপ্রণাম জানাতে ভুললেন না। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর ছবি দিয়েই করলেন পোস্ট।সচিন লিখলেন, ‘শেখার কোনও শেষ নেই। শিক্ষক দিবসে আমি সেই সকল গুরুকে মনে করছি যাঁরা আমাকে আজীবন ছাত্র থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আমি আজীবন আচরেকর স্যারের কাছে ঋণী। আমার ভাই অজিতের কাছ থেকে শিখেছি আর শিখব।’ সচিন গত জুলাই মাসে গুরুপূর্ণিমার দিন আচরেকরের বাড়িতেও গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তাঁর ছবির সামনে দাঁড়িয়ে প্রয়াত কোচকে প্রণাম জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও পোস্ট করেছিলেন মাস্টার ব্লাস্টার। আচরেকরকে নিয়েই বেঁচে আছেন লিটল মাস্টার। এখানেই প্রমাণ করে দেয় কেন তিনি আজ গোটা বিশ্বে পূজিত।

ব্রাজিলের বিপক্ষে ৪ খেলোয়াড়কে হারানোর শঙ্কায় আর্জেন্টিনা

ব্রাজিলের বিপক্ষে হাইভোল্টেজ ম্যাচের আগে আর্জেন্টিনার চার খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে উঠেছে কোয়ারেন্টিনের নিয়ম ভঙ্গের অভিযোগ। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে ব্রাজিলের স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা। ফলে অনিশ্চয়তার মুখে পড়ে গেছে চির প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে এই চার খেলোয়াড়ের অংশগ্রহণ। লাতিন আমেরিকা অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ে রোববার করিন্থিয়ান্সে ব্রাজিলের মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা। এ ম্যাচের আর্জেন্টিনা দলে আছেন ইংল্যান্ডে খেলা চার ফুটবলার-এমিলিয়ানো বুয়েন্দিয়া, এমিলিয়ানো মার্তিনেস, জিওভানি লো সেলসো ও ক্রিস্তিয়ান রোমেরো। নিয়ম ভাঙার অভিযোগও এই চার জনের বিরুদ্ধে। গত শুক্রবার বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ভেনেজুয়েলাকে ৩-১ গোলে হারায় আর্জেন্টিনা। ওই ম্যাচের পর কারাকাস থেকে বিমানে চেপে ব্রাজিলের গুয়ারুলোসে আসে আর্জেন্টিনা দল। ব্রাজিলিয়ান হেলথ রেগুলেটরি এজেন্সি (আনভিসা) জানিয়েছে, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া অ-ব্রাজিলিয়ানদের জন্য ব্রিটেন, উত্তর আয়ারল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা বা ভারত থেকে ব্রাজিলে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। যাদের ছাড় দেওয়া হয়েছে, তাদের অবশ্যই (ব্রাজিলে) আসার সময় কর্তৃপক্ষকে অবগত করতে হবে এবং ১৪ দিন কোয়ারেন্টিনে থাকতে হবে। ‘যারা কারাকাস (ভেনেজুয়েলা) থেকে গুয়ারুলোসের একটি ফ্লাইটে ব্রাজিলে এসেছে, সেই খেলোয়াড়রাই প্রশ্নের মুখে রয়েছে। বিধিনিষেধের আওতায় থাকা চারটি দেশ থেকে আসা এই খেলোয়াড়রা কোথাও শেষ ১৪ দিন কোয়ারেন্টিনে থাকেনি।” এক বিবৃতিতে জানায় আনভিসা। প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে জেরবার ব্রাজিল। এ কারণেই দেশটি অনেক নিয়মে কড়াকড়ি করছে এখন। পৃথক বিবৃতিতে সাও পাওলো স্টেট হেলথ সেক্রেটারিয়েট বলেছে, ‘একটি এপিডেমিওলজিক্যাল এবং স্যানিটারি তদন্ত শুরু হয়েছে।’ ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম ইউওএল জানিয়েছে, অভিযুক্ত চার খেলোয়াড় যদি কোয়ারেন্টিন থেকে অব্যাহতি পাওয়ার নথিপত্র দেখাতে না পারে, তাহলে ব্রাজিলের বিপক্ষে ম্যাচে তাদের অংশগ্রহণ আটকে যেতে পারে। দক্ষিণ আমেরিকার বাছাইয়ে সাত ম্যাচের সবকটি জিতে ২১ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার শীর্ষে আছে ব্রাজিল। সমান সংখ্যক ম্যাচে চার জয় ও তিন ড্রয়ে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে আর্জেন্টিনা। করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব চলতে থাকায় ইংল্যান্ড ও স্পেনের অধিকাংশ ক্লাব খেলোয়াড় ছাড়তে রাজি হয়নি। ফলে চলতি মাসের বাছাইয়ে লাতিন আমেরিকার বেশ কয়েকটি দেশ মূল খেলোয়াড় দলে পায়নি। বিষয়টি নিয়ে তাদের মধ্যে ক্ষোভও দেখা দিয়েছে। কোপা আমেরিকার বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে ম্যাচে ব্রাজিল দলে নেই ৯ জন গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়, এবং দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য দলগুলোও তাদের খেলোয়াড় হারিয়েছে। খেলোয়াড়দের না ছাড়ার ব্যাপারে সবচেয়ে শক্ত অবস্থান নিয়েছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবগুলো। যুক্তরাজ্য সরকারের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, লাল তালিকায় থাকা দেশগুলো থেকে যুক্তরাজ্যে ফেরা ফুটবলারদের বাধ্যতামূলকভাবে ১০ দিনের কোয়ারেন্টিনে থাকতে হবে। ফলে ক্লাবের হয়ে একাধিক ম্যাচ খেলতে পারবেন না তারা। শনিবার আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে বলেন, এটি বিশ্বকাপের অখণ্ডতার সঙ্গে আপস করছে।

এবার ইউক্রেনের মাঠে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের হোঁচট

ফেভারিটের তকমা নিয়েও ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে আগেভাগে বিদায়। হতাশার সেই অধ্যায় শেষে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ফিরে হোঁচট। খারাপ সময়কে এবারও পেছনে ফেলতে পারল না ফ্রান্স। দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ম্যাচে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের রুখে দিল ইউক্রেন। ইউরোপ অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ে শনিবার রাতে ‘ডি’ গ্রুপের ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। মাইকোলা শাপারেঙ্কোর গোলে ইউক্রেন এগিয়ে যাওয়ার পর সমতা টানেন অঁতনি মার্সিয়াল। চোটের কারণে বাইরে কিলিয়ান এমবাপে। বিশ্রাম দিতে করিম বেনজমাকে বেঞ্চে রাখেন কোচ। তাতে প্রথমার্ধে আক্রমণে ভুগতে দেখা যায় ফ্রান্সকে। দ্বিতীয়ার্ধে মাঠে নামলেও দলের হার এড়াতে পারেননি রিয়াল মাদ্রিদ তারকা বেনজেমা। ম্যাচে ৬০ শতাংশের বেশি সময় বল দখলে রেখে গোলের জন্য ১৬টি শট নেয় ফ্রান্স, যার পাঁচটি ছিল লক্ষ্যে। আর ইউরোর কোয়ার্টার-ফাইনালিস্ট ইউক্রেনের আট শটের তিনটি লক্ষ্যে ছিল। ইউরোর শেষ ষোলোয় সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে টাইব্রেকারে হারের পর গত বুধবার প্রথম খেলতে নেমে বসনিয়া-হার্জেগোভিনার বিপক্ষে পিছিয়ে পড়ে ১-১ ড্র করে দিদিয়ে দেশমের দল। এবারও ঠিক একইভাবে ম্যাচ শেষ করল তারা। বাছাইয়ের প্রথম রাউন্ডে ফ্রান্সকে তাদের মাঠেও একই স্কোরলাইনে আটকে দিয়েছিল ইউক্রেন। কিয়েভে ম্যাচের শুরু থেকে বল দখলে ফ্রান্স এগিয়ে থাকলেও আক্রমণে দুই দলই ছিল সমানে-সমান। জমজমাট লড়াইয়ে ৩৫তম মিনিটে সহজ দুটি সুযোগ হারায় ইউক্রেন। ইয়ারমোলেঙ্কোর ভলি গোলরক্ষক উগো লরিস ফেরানোর পর আলগা বল পেয়ে ছয় গজ দূর থেকে উড়িয়ে মারেন ইলিয়া জাবারনি। ৪৪তম মিনিটে গোলরক্ষককে একা পেয়েছিলেন মার্সিয়াল। প্রতিপক্ষের পায়ের ফাঁক গলে চেয়েছিলেন বল জালে পাঠাতে, কিন্তু নিচু হয়ে ঠেকিয়ে দেন আন্দ্রি পিয়াতভ। ওখান থেকেই প্রতি-আক্রমণে ওঠে ইউক্রেন। ডান দিক দিয়ে বল নিয়ে দারুণ ক্ষিপ্রতায় ছুটে ডিফেন্ডার প্রেসনেল কিম্পেম্বেকে গতিতে হারিয়ে বাইলাইন থেকে কাটব্যাক করেন ইয়ারেমচুক। কুর্ত জুমা ঠিকমতো ক্লিয়ার করতে পারেননি, ডি-বক্সের বাইরে বল পেয়ে প্রথম ছোঁয়ায় বুলেট গতির শটে ঠিকানা খুঁজে নেন শাপারেঙ্কো। দ্বিতীয়ার্ধের পঞ্চম মিনিটে কিছুটা সৌভাগ্যের ছোঁয়ায় সমতায় ফেরে ফরাসিরা। সতীর্থের হেডে বল একজনের গায়ে লেগে গোলমুখে মার্সিয়ালের পায়ে পড়ে। তার শট গোলরক্ষক বরাবরই ছিল, কিন্তু পিয়াতভ তালগোল পাকানোয় বল চলে যায় গোললাইন পেরিয়ে। ৬৭তম মিনিটে মার্সিয়ালের বদলি নামা বেনজেমা ১০ মিনিট পর একটি সুযোগ তৈরি করেছিলেন। সতীর্থের পাস ডি-বক্সে পেয়ে কাটব্যাক করেছিলেন মুসা দিয়াবিকে। কিন্তু ফাঁকায় থেকে পোস্টে মেরে হতাশ করেন বায়ার লেভারকুজেনের এই ফরোয়ার্ড। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে পাঁচ ম্যাচে এই নিয়ে তিনবার পয়েন্ট হারাল ফ্রান্স। দুই জয় ও তিন ড্রয়ে ৯ পয়েন্ট নিয়ে অবশ্য গ্রুপের শীর্ষেই আছে তারা। তিন ম্যাচে ৫ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে ফিনল্যান্ড। পাঁচ ম্যাচের সবকটি ড্র করা ইউক্রেনের পয়েন্টও তাই, তিনে আছে তারা। বসনিয়া ও কাজাখস্তানের পয়েন্ট সমান ২ করে। ‘জি’ গ্রুপের ম্যাচে মেমফিস ডিপাইয়ের জোড়া গোলে মন্টেনেগ্রোকে ৪-০ ব্যবধানে হারিয়েছে নেদারল্যান্ডস। আর জিব্রাল্টারের মাঠে ৩-০ গোলে জিতেছে তুরস্ক। পাঁচ রাউন্ড শেষে ১১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে তুর্কিরা। ১ পয়েন্ট কম নিয়ে দুইয়ে নেদারল্যান্ডস।

সোনার পর এবার রুপোও দিল ব্যাডমিন্টন, জিতলেন সুহাস যুথিরাজ

টোকিও, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স) : প্রথমবার প্যারালিম্পিকে ব্যাডমিন্টন হচ্ছে। আর তাতেই জয়জয়কার ভারতের। শনিবার এই ব্যাডমিন্টনের নিজস্ব বিভাগে সোনা জেতেন প্রমোদ ভগত। এবার রবিবার রুপো জিতলেন সুহাস যুথিরাজ। শনিবার নিজের বিভাগে ফাইনালে উঠেই রুপো নিশ্চিত করেছিলেন সুহাস। তবে রবিবার ফাইনালের ম্যাচটি জিততে পারেননি তিনি। এদিন গোল্ড মেডেল ম্যাচে প্রথম গেম ২১-১৫ জিতে নিয়ে শুরুটা দারুণভাবে করেছিলেন সুহাস। তবে ফ্রান্সের লুকাস মাজুর ম্যাচে ফিরে এসে ১৭-২১ ও ১৫-২১ পরপর দুই গেম জিতে নেন। ফলে রুপো জিতেই খুশি থাকতে হয় আইএএস অফিসার সুহাসকে।

গ্রেট ব্রিটেনের প্রতিপক্ষ ড্যানিয়াল বেথেলকে ২১-১৪, ২১-১৭ গেমে হারিয়ে শনিবার সোনা জেতেন প্রমোদ ভগত। ভারতের হয়ে চলতি টুর্নামেন্টে এটা ছিল চতুর্থ সোনা।

সব মিলিয়ে চলতি প্যারালিম্পিকে এখনও পর্যন্ত ভারতের পদকসংখ্যা হল ১৮। এর মধ্যে রয়েছে ৪টে সোনা, ৮টি রুপো এবং ৬টি ব্রোঞ্জ।

কোচ শাস্ত্রীসহ আইসোলেশনে ভারতের ৪ জন

ভারত শিবিরে হানা দিয়েছে করোনাভাইরাস। কোভিড-১৯ টেস্টে পজিটিভ ফল এসেছে প্রধান কোচ রবি শাস্ত্রীর। সতর্কতার অংশ হিসেবে তাকেসহ দলটির মোট চারজন সদস্যকে রাখা হয়েছে আইসোলেশনে।

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই রোববার নিশ্চিত করে বিষয়টি। আইসোলেশনে থাকা বাকিরা হলেন বোলিং কোচ ভারত অরুন, ফিল্ডিং কোচ আর শ্রীধর ও ফিজিওথেরাপিস্ট নিতিন প্যাটেল।

বিবৃতিতে বিসিসিআই জানিয়েছে, তাদের আরটি-পিসিআর টেস্ট করানো হয়েছে। আপাতত টিম হোটেলেই থাকবেন তারা। চিকিৎসক দলের পক্ষ থেকে সবুজ সংকেত পাওয়া ছাড়া দলের সঙ্গে যোগ দিতে পারবেন না তাদের কেউ।

দলের বাকি সদস্যদের শনিবার রাতে একটি ও পরদিন সকালে আরেকটি কোভিড-১৯ টেস্ট করানো হয়। এই পরীক্ষায় নেগেটিভ আসাদের দা ওভাল টেস্টের চতুর্থ দিন দলের সঙ্গে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সিরিজের চতুর্থ টেস্টে ভালো অবস্থানে ভারত। ১৭১ রানে এগিয়ে থেকে চতুর্থ দিন ব্যাটিংয়ে নেমেছে তারা। আপাতত দলটি সঙ্গে পাচ্ছে না কোচিং স্টাফের অনেককেই।

ঘুরে দাঁড়িয়ে চতুর্থ রাউন্ডে জোকোভিচ

ক্যালেন্ডার গ্র্যান্ড স্ল্যামের পথে একটু একুট করে এগিয়ে চলেছেন নোভাক জোকোভিচ। জাপানের কেই নিশিকোরির বিপক্ষে ঘুরে দাঁড়িয়ে পাওয়া জয়ে ইউএস ওপেনের চতুর্থ রাউন্ডে উঠেছেন র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে থাকা এই খেলোয়াড়। নিউ ইয়র্কের ফ্লাশিং মিডোসে রোববার প্রথম সেট হেরে যান জোকোভিচ। এরপর ঘুরে দাঁড়িয়ে ম্যাচ জিতে নেন ৬-৭ (৪-৭), ৬-৩, ৬-৩, ৬-২ গেমে। ছেলেদের এককে রেকর্ড ২১তম গ্র্যান্ড স্ল্যামের লক্ষ্যে থাকা ৩৪ বছর বয়সী এই সার্বিয়ানের নিশিকোরির বিপক্ষে এটি টানা ১৭তম জয়।

চতুর্থ রাউন্ডে জোকোভিচের প্রতিপক্ষ যুক্তরাষ্ট্রের জেনসন ব্রুকসবি। ইতিহাসের ষষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন, ফ্রেঞ্চ ওপেন ও উইম্বলডনের পর বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যামটিও জয়ের কীর্তি গড়ার পথে আছেন জোকোভিচ। মেয়েদের এককে র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে থাকা অ্যাশলি বার্টির যাত্রা থেমে গেছে তৃতীয় রাউন্ডেই। ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকে হারিয়ে চতুর্থ রাউন্ডে উঠেছেন যুক্তরাষ্ট্রের শেলবি রজার্স। ফাইনাল সেটে ৫-২ ব্যবধানে এগিয়ে দুইবার ম্যাচ পয়েন্টের জন্য সার্ভ করেছিলেন উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন বার্টি। কিন্তু র‍্যাঙ্কিংয়ে ৪৩ নম্বরে থাকা রজার্স স্বাগতিক দর্শকদের সামনে ঘুরে দাঁড়ান দারুণভাবে। টাইব্রেকারে জিতে বাজিমাৎ করেন ৬-২, ১-৬, ৭-৬ (৭-৫) গেমে। ইউএস ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডে যুক্তরাষ্ট্রের শেলবি রজার্সের বিপক্ষে হেরে গেছেন মেয়েদের এককের শীর্ষ খেলোয়াড় অ্যাশলি বার্টি।ইউএস ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডে যুক্তরাষ্ট্রের শেলবি রজার্সের বিপক্ষে হেরে গেছেন মেয়েদের এককের শীর্ষ খেলোয়াড় অ্যাশলি বার্টি।চতুর্থ রাউন্ডে রজার্স লড়বেন ব্রিটিশ টিনএজ খেলোয়াড় এমা রাডুকানুর বিপক্ষে। মেয়েদের এককে চতুর্থ রাউন্ডে আরও উঠেছেন ২০১৯ আসরের চ্যাম্পিয়ন কানাডার বিয়াঙ্কা আন্দ্রেয়েস্কো, সাবেক নাম্বার ওয়ান কারোলিনা প্লিসকোভা ও আঞ্জেলিক কেরবার। তিনবারের গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী জার্মানির কেরবারের কাছে হেরে বিদায় নেন ২০১৭ আসরের চ্যাম্পিয়ন যুক্তরাষ্ট্রের স্লোয়ানে স্টিফেন্স। তার সঙ্গে এই পর্ব থেকে বিদায় নিয়েছেন পেত্রা কেভিতোভাও। গ্রিসের মারিয়া সাকারির বিপক্ষে দুইবারের উইম্বলডনজয়ী হেরে গেছেন ৬-৪, ৬-৩ গেমে।

শিক্ষক দিবসকে চাকুরীচ্যুত শিক্ষকদের সংগঠন জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি ১০৩২৩ ‘কালো দিবস’ হিসেবে পালন করেছে। ছবি নিজস্ব।

জনগনের তৎপরতায় চুড়াইবাড়িতে ধরা পড়ল চার কুখ্যাত চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর।। শনিবার চুরাইবাড়ি থানা এলাকার পূর্ব হুরুয়া এলাকরার জনগনের তৎপরতায় ধরা পড়ল চার কুখ্যাত চোর। আটক চার কুখ্যাত চোরকে এলাকার জনগন চুরাইবাড়ি থানার হাতে তুলে দেয়। ঘটনার বিবরনে প্রকাশ, উত্তর জেলার চুরাইবাড়ি থানাধীন পূর্ব হরুয়া গ্রামে দীর্ঘ দিন যাবত চোরের উপদ্রপ বৃদ্বি পেয়েছে। পূর্ব হুরুয়া গ্রামটি প্রত্যান্ত এলাকা। প্রত্যান্ত এলাকা হবার ফলে নৈশ কালিন পুলিশি টহলদারিও নেই। পুলিশি টহলদারি না থাকার সূযোগকে কাজে লাগিয়ে চোরের দল এই গ্রামে প্রায় সময় হানা দিয়ে গৃহস্তের বাড়ি থেকে নানা জিনিষ যেমন চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে তেমনি মূল্যবান আগর গাছও চুরি করে নিয়ে যায়। চোরের দলের উপদ্রপে গ্রামের জনগন অতিষ্ঠ হয়ে গ্রাম বাসী নিজেরা নৈশ কালিন পাহারা দিতে শুরু করেন।শনিবার গভীর রাতে গ্রামের জনগন পাহার দেবার সময় সন্দেহ জনক দুইটি বাইক আটক করে। পাহারা রত গ্রামবাসীরা বাইক চালকদের গতি রোধ করার সময় বাইকে থাকা একব্যাক্তি পালিয়ে যায়। বাকী চার জনকে আটক করে তাদের তল্লাশি চালিয়ে তাদের কাছে চুরি করার যন্তপাতি উদ্বার করে। আটক চার কুখ্যাত চোরকে এলাকার জনগন চুরাইবাড়ি থানার হাতে তুলে দেয়।ধৃত কুখ্যাত চোর হল আকবর আলি পিতা আকদ্দস আলী,কামাল হুসেন পিতা মতছির আলী ,সহিদ উদ্দিন। তিনজনের বাড়ি চুরাইবাড়ি থানাধীন উত্তর ফুলবাড়ী এলাকায়।ধৃত অপর চোর জসিম উদ্দিন পিতা আব্দুল সালামের বাড়ি ইছাই লালছড়া এলাকায়।চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ চোরের দলের বাইক দুইটি উদ্ধার করে তাদের হেফাজতে নিয়েছে। পাশাপাশি একটি চুরির মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে পুলিশ।সাথে ধৃত চার কুখ্যাত চোরকে জেলা আদালতে সোপর্দ করেছে পুলিশ। এদিকে পূর্ব হুরুয়া এলাকার জনগন দাবি জানিয়েছে,তাদের এলাকাতে অবিলম্বে নৈশ কালিন পুলিশি টহলদারির ব্যাবস্তা গ্রহন করুক সানীয় পুলিশ প্রশাসন।

বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পে চারটি এ্যাম্বুলেন্স প্রদান ধর্মনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর।।এবার উত্তর জেলার সদর ধর্মনগরের দুটি ক্লাব ও দুটি সেবা সমিতিকে বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প থেকে এ্যাম্বুলেন্স প্রদান করা হয়।আজ ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্য বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্যোগে চারটি শীততাপনিয়ন্ত্রিত এ্যাম্বুলেন্স প্রদান করা হয়। বিকেল চারটায় ধর্মনগর শহরের প্রান কেন্দ্র বড় দীঘির পাশে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এ্যাম্বুলেন্স গুলি প্রদান করা হয়।এই এ্যাম্বুলেন্স গুলি ধর্মনগর শহরের রাম ঠাকুর সেবা সমিতি,রাম কৃষ্ণ সেবা সমিতি, বয়েজ ক্লাব ও লায়ন্স ক্লাবকে প্রদান করা হয়। আজকের এ্যাম্বুলেন্স প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপাধ্যক্ষ তথা ধর্মনগরের বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেন, মহাকুমা শাসক কমলেশ ধর, উত্তর জেলার সি এম ও অরুনাভ চক্রবর্তী সহ এলাকার বিশিষ্ট জনেরা। উপস্থিত অতিথিরা দুটি ক্লাব ও দুটি সেবা সমিতির কর্মকর্তাদের হাতে মোট চারটি এ্যাম্বুলেন্সের চাবি তুলে দেন। তাছাড়া উপাধ্যক্ষ তথা বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেনকে উত্তরীয় ও মান পত্র দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয় এ্যাম্বুলেন্স প্রাপক চারটি সংসার পক্ষ থেকে।

এদিকে আজকের এ্যাম্বুলেন্স প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি অর্থাৎ বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেন বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, উত্তর জেলায় এ্যাম্বুলেন্সের প্রচন্ড ঘাটতি রয়েছে।গত করুণা কালীন সময়ে এ্যাম্বুলেন্সের জন্য উত্তর জেলাবাসীকে অনেক কষ্ট পোহাতে হয়েছে।তাই আজকে চার চারটি এ্যাম্বুলেন্স প্রদান করা হল উত্তর জেলাবাসীর স্বার্থে।বিশ্ববন্ধু আরো বলেন,এর পূর্বেও আরো দু”বার তিনি এ্যাম্বুলেন্স প্রদান করলেও আজ চারটি এ্যাম্বুলেন্স প্রদান করা হয়,যা রাজ্যের মধ্যে নজির। অপরদিকে মহাকুমা শাসক কমলেশ ধর জানান, এই এ্যাম্বুলেন্স গুলি সরাসরি মুম্বাই থেকে ছয় লক্ষ বাষট্টি হাজার টাকা করে ক্রয় করা হয়েছে।

উত্তর ইরাকে ইসলামিক স্টেটের হামলায় নিহত ১৩ পুলিশকর্মী, আহত আরও ৩জন

বাগদাদ, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স): উত্তর ইরাকে ইসলামিক স্টেটের হামলায় মৃত্যু হল ১৩ পুলিশকর্মীর। রবিবার ভোরে উত্তর ইরাকে কিরকুকের কাছে একটি চেকপয়েন্টে আচমকা হামলা চালায় জঙ্গিরা। এই ঘটনায় জখম হয়েছেন আরও তিনজন।

সংবাদ সংস্থা এএফপিকে ওই হামলার বিষয়ে জানিয়েছেন ইরাকের এক বর্ষীয়ান পুলিশ অফিসার। ইরাকের এক উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, ইসলামিক স্টেটের জঙ্গিরা পুলিশ চেক পয়েন্ট লক্ষ্য করে এই হামলা চালিয়েছে। ১৩ জন পুলিশকর্মী নিহত হয়েছেন। গুরুতর জখম হয়েছেন তিনজন। তাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

ইরাকের ওই অঞ্চলে সেনা ও পুলিশের উপরে সম্প্রতি বহু জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু এই হামলাকে সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যে অন্যতম বড় জঙ্গি হামলা বলে মনে করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, গোটা বিশ্বের উদ্বেগ বাড়িয়ে তালিবানের পতাকা হাতে নিয়ে কাবুলের বেশকিছু জায়গায় আসর জমিয়েছে বিদেশি জেহাদিরা। তাদের মধ্যে রয়েছে আইএস, লস্কর, আল কায়দা ও জইশের সদস্যরাও।এই পরিস্থিতিতে ইরাকের মত দেশে আইসিস জঙ্গিদের নতুন করে হামলার ঘটনায় উদ্বেগ বাড়ছে বিশ্বজুড়ে।

মরন ফাঁদে পরিণত ছয়টি গ্রামের মানুষের যাতায়াতের রাস্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর।।দীর্ঘ পনেরো বছর যাবৎ সংস্কারের অভাবে মরন ফাঁদে পরিণত হয়েছে ছয়টি গ্রামের সাধারণ মানুষের যাতায়াতের একমাত্র রাস্তা।বাম অথবা রাম,গ্রাম বাসীদের সমস্যা নিরসনে ব্যর্থ উভয় সরকার। পূর্বের পিচ করা রাস্তাটি বর্তমানে সংস্কারের অভাবে মেডেলিং রাস্তায় রুপ নিয়েছে।শহরে যাতায়াতের একমাত্র ভরসা রাস্তাটির করুন ছবি দেখে হতাশা গ্রস্থ ছয়টি গ্রামের প্রায় পঁচিশ হাজার মানুষ।প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনার জরাজীর্ণ এই রাস্তাটি উত্তর জেলার ৫৫ নং বাগবাসা বিধানসভা কেন্দ্রে অবস্থিত।বাগবাসা বিধানসভা কেন্দ্রের ৮ নং আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক থেকে কালাছড়া এলাকার বুক চিরে ধর্মনগরে সরকারি কলেজ রোডে এসে মিলিত হয়েছে।

৮ কিঃমিঃ পিএমজিএসওয়াই রাস্তাটির উপর নির্ভরশীল নদিয়াপুর, শনিছড়া, উত্তর হুরুয়া, দক্ষিণ হুরুয়া,পূর্ব হুরুয়া ও কামেশ্বর গ্রামের প্রায় ২৫ হাজার জনগণ। ব্যস্ততম এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন হাজারো মানুষের যাতায়াত। উক্ত এলাকাগুলির সাধারণ জনগণ ধর্মনগর শহরে যাতায়াতের একমাত্র ভরসা এই রাস্তাটি। ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল-কলেজে জরাজীর্ণ এই রাস্তা দিয়ে যেতে হয়। বিশেষ করে চলতি বর্ষা মৌসুমে রাস্তার উপর পুকুর সম গর্ত তৈরি হয়েছে।এক হাটু কাদা চল পেরিয়ে স্কুল-কলেজ যেতে হচ্ছে স্থানীয় এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের।

তাছাড়া উক্ত ছয়টি গ্রামের মানুষ কৃষি কাজের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু রাস্তার বেহাল দশার কারণে কৃষকদের কৃষিজাত ফসল বাজারজাত করতে চরম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। উক্ত গ্রাম গুলিতে সচরাচর গাড়ি-ঘোড়া প্রবেশ করে না। কোন মানুষ অসুস্থ হলে হাসপাতালে নিয়ে যেতে চরম হিমসিম খেতে হয় সাধারণ জনগণকে। রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে থাকা পাথরগুলো পথচলতি পথচারীদের দিকে একান্ত প্রানে চেয়ে থাকে। তাছাড়া উক্ত এলাকায় রয়েছে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান।বাগবাসা বিধানসভা কেন্দ্রের শনিছড়া বাজার থেকে ধর্মনগর কলেজ পর্যন্ত ব্যস্ততম ৮ কিঃমিঃ এই রাস্তাটি দীর্ঘ বাম যামানা থেকে সংস্কারের অভাবে আজ চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে।

বেহাল এই রাস্তাটি পূর্বের সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী তথা বর্তমান সিপিআইএম দলের বিধায়িকা বিজিতা নাথের বিধানসভা কেন্দ্রে অবস্থিত।কিন্তু পূর্বতন সরকার এই রাস্তাটির দিকে কোনদিন চোখ মেলে তাকায়নি।তাই বর্তমান সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ আকুল মিনতি করছেন স্থানীয় জনগণ।স্থানীয় জনগণ অভিযোগ করে বলেন, গ্রামের মানুষ শহরে যোগাযোগের জন্য প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনার মাধ্যমে গ্রামীণ রাস্তাটি তৈরি করা হয়েছিল।

কিন্তু দীর্ঘ পনেরো বছর কেটে গেলেও আজ পর্যন্ত উক্ত রাস্তার উপর কোনো সংস্কার করা হয়নি। ব্যস্ততম ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তা দিয়ে ছয়টি গ্রামের প্রায় পঁচিশ হাজার মানুষ যাতায়াত করতে অনেক কষ্ট পোহাতে হচ্ছে।স্থানীয় জনগণ আরো বলেন, করুন এই রাস্তা দিয়ে পারাপার করতে নাভিশ্বাস উঠছে সাধারন জনগনের।বেহাল এই রাস্তা মেরামতির দাবি জানিয়ে উত্তর জেলার জেলা শাসক সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে লিখিত আকারে জানালেও জনগনের সমস্যা তিমিরেই রয়ে গেল।পাশাপাশি স্থানীয় চালকরা জানান, লোন নিয়ে গাড়ি ক্রয় করে রাস্তার কারণে গাড়ি চালাতে পাড়ছেন না।তাই লোন কিস্তি পরিশোধ করতে দিশেহারা চালকরা।মূলত গ্রামের যাতায়াতের একমাত্র ভরসার রাস্তাটি আজ প্রধান সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ছয়টি গ্রামের গ্রাম বাসীদের।তাই জনগণ রাজ্য সরকারের নিকট জরাজীর্ণ পিএমজিএসওয়াই রাস্তাটি দ্রুত সংস্কারের দাবি তুলেছেন।

রাষ্ট্রপতি ৪৪ জন শিক্ষক সম্মানিত “জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার ২০২১”-এ

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স) : রবিার শিক্ষক দিবসে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ ৪৪ জন শিক্ষককে ”জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার ২০২১” সম্মানিত করলেন। এদিন রাষ্ট্রপতি ভবনে এক ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের সহজাত প্রতিভা একত্রিত করার প্রাথমিক দায়িত্ব শিক্ষকদের। একজন ভালো শিক্ষক একজন ব্যক্তিত্ব, সমাজ এবং জাতির গঠন করতে পারেন। ভার্চুয়াল মাধ্যমে ”জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার ২০২১ পুরস্কার প্রদানের পর এদিন শিক্ষক দিবস উপলক্ষে তিনি সারা দেশে ৪৪ জন শিক্ষকদের উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন।

রাষ্ট্রপতির হাতে সম্মানিতদের মধ্যে রয়েছেন রাজধানী দিল্লির দ্বারকার বালভারতী পাবলিক স্কুলের অধ্যক্ষ সুরুচি গান্ধী এবং রাজকিয়া প্রতিভা বিকাশ বিদ্যালয় রোহিণীর ভাইস প্রিন্সিপাল বিপিন কুমার। করোনা মহামারীর কারণে এই দ্বিতীয়বার ভার্চুয়াল মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার দেওয়া হল। ৪৪ জন শিক্ষকের মধ্যে ১০ জন শিক্ষিকার অন্তর্ভুক্তিতে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, শিক্ষিকা হিসেবে মহিলাদের ভূমিকা সবসময়ই প্রভাবশালী।

শিক্ষক দিবসের শুভেচ্ছা জানাতে দেখা যায় রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দকেও। পাশাপাশি দেশ গঠনের জন্য শিক্ষকদের একাধিক পরামর্শ দিয়ে টুইটারে তিনি লেখেন, ’শিক্ষকদের দায়িত্ব তাদের ছাত্রদের মধ্যে পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ জাগানো। সংবেদনশীল শিক্ষকরা তাদের আচরণ এবং শিক্ষাদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যত গঠন করতে পারেন। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যাতে শিক্ষার্থীদের সাংবিধানিক মূল্যবোধ এবং নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্যের প্রতি আনুগত্য জাগিয়ে তুলতে হবে, দেশের প্রতি ভালোবাসার অনুভূতি জোরদার করতে হবে এবং পরিবর্তিত বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।’

শিক্ষক দিবসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শুভেচ্ছা

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স) : আজ ৫ সেপ্টেম্বর। দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে শিক্ষক দিবস। রবিবার শিক্ষক দিবস উপলক্ষে সমগ্র শিক্ষক ও শিক্ষা সঙ্গে যুক্তদের অভিনন্দন জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার তিনি টুইটে শিক্ষক দিবসে সমগ্র শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অভিনন্দন জানান। দেশজুড়ে কোভিদ পরিস্থিতির মধ্যেও যেভাবে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা দিয়েছেন তা অভিনন্দন যোগ্য। পাশাপাশি এই দিনটি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের জন্মতিথি। তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি লিখেছেন, দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ-র জন্ম তিথিতে দেশজুড়ে শিক্ষক দিবস পালন করা হয়।

‘দরিদ্রের সেবক’ মোদীর জন্য পাঁচ কোটি পোস্টকার্ড, ২০ দিনের মেগা ইভেন্ট বিজেপির

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স) : আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৭১ তম জন্মদিন ও ২০ বছর জনসেবা পূর্তির উপলক্ষে দেশজুড়ে সেবা ও সমর্পন অভিযানে ২০ দিনের এক বিশাল কর্মযজ্ঞে সামিল হচ্ছেন। গোটা দেশে বিজেপির সব বুথ অফিস থেকে দলীয় কর্মীরা প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে ৫ কোটি পোস্টকার্ড পাঠাবেন,তার জীবনী নিয়ে একটি ভার্চুয়াল প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে।

বিজেপির সভাপতি জে পি নড্ডা প্রতিটি রাজ্যের দলীয় শাখায় নির্দেশ পাঠিয়েছেন, ২০ দিনের মধ্যে একাধিক রক্তদান শিবির, পরিচ্ছন্নতা অভিযান ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মোদীকে অভিনন্দন জানিয়ে বিজেপি কর্মীরা পাঠাবেন পাঁচ কোটি পোস্টকার্ড। গরিবের জন্য বিনামূল্যে খাদ্যশস্য ও ভ্যাকসিনের ব্যবস্থা করায় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে টাঙানো হবে বড় বড় হোর্ডিং। দল নির্দেশ দিয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর জীবন অবলম্বন করে দেশজুড়ে নানা প্রদর্শনীর আয়োজন করতে হবে। নমো অ্যাপের মাধ্যমেও দেখা যাবে সেই প্রদর্শনী।

বিজেপির তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ”প্রত্যেক জনপ্রতিনিধিকে রেশন বিতরণ কেন্দ্রে যেতে হবে। সেখান থেকে তাঁরা প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে ভিডিও ক্লিপ তৈরি করবেন।” আগামী বছরেই বিধানসভা নির্বাচন হবে উত্তরপ্রদেশে। সেখানে বিজেপির যুব শাখার কর্মীরা ৭১ টি জায়গায় গঙ্গা শোধন অনুষ্ঠান করবেন। বিজেপির বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দলীয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য বুদ্ধিজীবী ও বিখ্যাত ব্যক্তিদের আহ্বান জানানো হবে।

সঙ্কটমুক্ত প্রবীণ অভিনেত্রী সায়রা বানু, এখনই নয় অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি

মুম্বই, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স) : সঙ্কটমুক্ত প্রবীণ অভিনেত্রী সায়রা বানু। তাঁকে আইসিইউ থেকে বের করা হয়েছে। অভিনেত্রীর ডায়বেটিস নিয়ন্ত্রণে এলেই করা হবে অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি। হিন্দুজা হাসপাতাল সূত্রে রবিবার এই তথ্য দেওয়া হয়েছে।শারীরিক অসুস্থতার কারণে দিন তিনেক আগের সঙ্কটজনক সায়রা বানুকে মুম্বইয়ের এই হাসপাতালে চিকিতসাধীন করা হয়। স্বামী দিলীপ কুমারের মৃত্যুর পর থেকেই অবসাদে ভুগছেন এই অভিনেত্রী। এমন একটি গুজব রটলেও হিন্দুজা হাসপাতাল সেই গুজব উড়িয়ে দিয়েছে।

অভিনেত্রীর চিকিতসক নীতিন গোখলে বলেন, ”সায়রাজি অবসাদে ভুগছেন না। এমনকি তাঁর অবস্থা সঙ্কটজনক। তাই তাঁর অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি হয়নি এই খবর ঠিক নয়। আমরা ওঁর ডায়বেটিস নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছি। তারপরেই অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি হবে। তাই অভিনেত্রী চিকিতসকদের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন না। এই তথ্য ভুল।”

এদিন সকালেই সায়রা বানু এবং প্রয়াত দিলীপ কুমারের মুখপাত্র ফয়জল ফারুকি বলেন, ”সায়রাজির চিকিতসক নীতিন গোখলে বলেছেন অভিনেত্রীর বাম ভেন্টিকুলারে সমস্যা রয়েছে। তাই ওঁর অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করতে হবে। কিন্তু সেটা জরুরি নয়। তাই চিকিতসক যা বলবেন, আমরা সেটাই করব। আপাতত তিনি সুস্থ এবং দিন কয়েকের মধ্যে বাড়ি ফিরবেন।”

আফগানিস্তান-পাকিস্তান সীমান্তে হামলার দায় স্বীকার করল জঙ্গি সংগঠন টিটিপি

কাবুল, ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স) : আফগানিস্তান-পাকিস্তান সীমান্তে বালুচিস্তান প্রদেশে আত্মঘাতী বিস্ফোরণের দায়ভার স্বীকার করল জঙ্গি সংগঠন তেহেরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)। রবিবারের এই হামলায় মৃত্যু হল ৩ জনের। জখম হয়েছেন ২০ জন, তাঁদের মধ্যে ১৮ জন নিরাপত্তাকর্মী। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন।

পাক সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, রবিবার কোয়েটার মাস্টুং রোডে ফ্রন্টিয়ার কর্পস চেকপোস্টের কাছে বিস্ফোরণটি হয়েছে। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। জখমদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে অনেকের অবস্থাই আশঙ্কাজনক। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে মনে করা হচ্ছে।

নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন তেহেরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) বিস্ফোরণের দায়ভার স্বীকার করেছে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন। তিনি টুইটে লিখেছেন, ‘নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। জখমদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি।’

তেহেরিক-ই-তালিবান বিস্ফোরণের দায়ভার স্বীকার করে নিলেও হামলার পেছনে বিদেশি মদতপুষ্ট জঙ্গিদের হাত রয়েছে বলে ইঙ্গিতপূর্ণ টুইট করেছেন ইমরান।

প্রসঙ্গত, দিন কয়েক আগে পাকিস্তানের এক বাসে ভয়াবহ বিস্ফোরণে মৃত্যু হয় অন্তত ১৩ জন যাত্রীর। জানা গিয়েছে, আইইডি বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল জঙ্গিরা। আর তার জেরেই ঘটে যায় প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। নিহত ১৩ জনের মধ্যে ৯ জন চিনা ইঞ্জিনিয়ার।

৮ কোটি টাকার হেরোইন উদ্ধার, গ্রেফতার এক

বোকাজান (অসম), ৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আট কোটি টাকার মাদক হেরোইন উদ্ধার করে অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলা কারবি আংলং পুলিশ পেয়েছে আবারও এক বিশাল সাফল্য।

বোকাজান মহকুমার বালিজান ফরেস্ট তিনালিতে আজ রবিবার দুপুরের দিকে খটখটি পুলিশ অভিযান চালিয়ে এনএল ০৭ এফএ ২৪৮২ নম্বরের একটি অটো রিকশা থেকে উদ্ধার করেছে ১ কেজি হেরোইন। সেই সঙ্গে আটক করা হয়েছে সুরুজ আলি নামের এক ব্যক্তিকে। হেরোইনগুলি ৭৮টি সাবান কেসে করে নির্দিষ্ট স্থানে হাত বদলের পরিকল্পনা ছিল পাচারকারীর। উদ্ধারকৃত হেরোইনগুলির বাজারমূল্য কমপক্ষে আট কোটি টাকা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে।

ধৃত সুরুজ আলির বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে পুলিশ অফিসার জানান, হেরোইনগুলি সে ডিমাপুর থেকে বিক্রি করতে আনছিল। তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে খটখটি থানায় নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবসট্যান্সেস অ্যাক্ট, ১৯৮৫ (এনডিপিএস)-এর নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত ১ সেপ্টেম্বরও প্রায় ৪ কোটি টাকার ড্রাগস উদ্ধার করেছে জেলার বোকাজান মহকুমা পুলিশ।

বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ডঃ মহম্মদ হাসান মেহেমুদ রবিবার আখাউড়া সীমান্ত আগরতলায় আসানে। পরে সন্ধ্যায় তিনি এমবিবি বিমানবন্দর থেকে দিল্লী পৌছেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।